NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ ডু প্লেসি, পাতিদার, কোহলি, গ্রিনকে ফিরিয়ে ৪ উইকেট মোস্তাফিজের

আজ ইডেনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে কেকেআর ৮

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০২৪ ৯ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 23.03.2024, Vol.17, Issue No.281, 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার সময়

আজ	কাল
১২ রমজান	১৩ রমজান
ইফতার	সেহরি শেষ
০৫.৫৪	০৪.১৫

ভোট সামলাতে তিন দুঁদে আইপিএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন দুঁদে আইপিএস অফিসারকে পুলিশ অবজার্ভার করে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রে খবর, এঁরা ডিজি ও আইজি পদমর্যাদার পুলিশ কর্তা। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোচবিহার জেলায় পুলিশ অবজার্ভার করে পাঠানো হবে অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাডারের সিনিয়র আইপিএস অফিসার কুমার বিশ্বজিৎকে। এই পুলিশ কর্তা অন্ধ্রে ডিজি পদ মর্যাদায় রয়েছেন। কুমার বিশ্বজিৎ রাষ্ট্রপতির পুলিশ মেডেল পাওয়া আধিকারিক। এদিকে আলিপুরদুয়ারে পুলিশ অবজার্ভার করা হচ্ছে সিনিয়র আইপিএস অফিসার পুনিত রাস্তোগিকে। তিনি এখন বিএসএফ তথা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে রয়েছেন। আর জলপাইগুড়ি জেলায় পুলিশ অবজার্ভার করে পাঠানো হচ্ছে হরিয়ানা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার চাক্কিরালা সম্ভাশিব রাওকে।

মুখ্য সচিবকে নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জামিন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের মুখ্য সচিবের উদ্দেশে নোটিস জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এই নোটিস জারি করে বলে জানা গিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সিবিআই-এর তরফ থেকে রাজ্যের কাছে যে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কতদিনের মধ্যে নেওয়া সম্ভব হবে তা জানতে চেয়ে করা হয়েছে রিপোর্ট তলব। একইসঙ্গে নির্দেশ আগামী তিন এপ্রিলের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সূত্রের খবর, এদিন আদালত নির্দেশ দেয় সিবিআই এবং রেজিস্টার জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন মুখ্য সচিব।

নতুন ৪ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে চার জেলায় নতুন জেলাশাসক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে চিঠি দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূমের জেলাশাসক পদে চার জনের নাম অনুমোদন করল তারা। বৃহস্পতিবারই ওই চার জেলার জেলাশাসককে পদ থেকে সরিয়েছিল কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুরে নতুন জেলাশাসক হলেন জয়শী দাশগুপ্ত।। ঝাড়গ্রামের নতুন জেলাশাসক হলেন মৌমিতা গোদারা বসু। পূর্ব বর্ধমান জেলায় কে রাধিকা আয়ার ও বীরভূমে শশাঙ্ক শেঠিকে নতুন জেলাশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। চিঠিতি জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে নতুন জেলাশাসকদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে কমিশনকে জানাতে হবে।

গার্ডেনরিচে মৃত বেড়ে ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১। বাঁচানোর আকুতি নিয়ে গার্ডেন রিচের শেরু নিজামির ফোন এসেছিল রবিবার মধ্যরাতে। 'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো।' তারপর থেকে খোঁজ ফেলেনি এলাকার শেরু চাচার। সময় যত এগিয়েছে ততই তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাত ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ আবদুল রউফ নিজামি ওরফে শেরু নিজামের দেহ উদ্ধার করা হয়।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেপাজতের নির্দেশ কোর্টের

নির্দেশ নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল যুক্ত, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে তিনি দুর্নীতি করেছেন, আদালতে সওয়াল করেছিলেন ইডির আইনজীবী। ইডি কেজরিওয়ালকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করার আবেদনও জানিয়েছিল। সেইমতো আবগারি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। যদিও তাঁকে ১০ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল ইডি।

প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় কেজরিওয়ালকে। রাতে ছিলেন ইডি দপ্তরে। শুক্রবার বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক কাবেরী বাওয়েজার এজলাসে কেজরিওয়ালের মামলার শুনানি ছিল। ইডির পক্ষে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু শুক্রবার আদালতে সওয়াল করেন।

ইডি আদালতে জানায়, অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনের নির্দিষ্ট ধারা মেনেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। আপ প্রধানের জামিনের বিরোধিতা করে ইডি আরও জানায়, কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার জন্যই ওই আবগারি নীতি আপ প্রণয়ন করেছিল বলে দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'দুর্নীতি'র টাকা গোয়া এবং পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনে কাজে লাগিয়েছিল আপ। তারওপর তিনি তদন্তেও সহযোগিতা করেননি। একের পর এক তলব এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

কর্মফল, বললনে অন্না

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিকে তাঁর কর্মফল বলেই মনে করছেন সমাজ সংস্কারক অন্না হাজারে। ২০১১ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অন্নার আন্দোলনের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল কেজরিওয়ালকে। আবগারি নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কেজরিওয়ালকে নিয়ে মুখ খুললেন অন্না। তিনি ব্যথিত তাও জানালেন। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কর্মের ফলই ভুগছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা মমতার 'ইন্ডিয়া'-র প্রতিনিধিরা গেলেন কমিশনে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার গ্রেপ্তার হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপরই প্রতিবাদে মুখ খুললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা। এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জনগণ নির্বাচিত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করছি। আমি সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেছি এবং পাশে থাকার বার্তা দিয়েছি। বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকলে ইডি, সিবিআইয়ের তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও ছাড় পাচ্ছেন, দুর্নীতি চালিয়ে যেতে পারছেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা গণতন্ত্রের উপর নির্মম আঘাত।'

> 'বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকলে ইডি, সিবিআইয়ের তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও ছাড় পাচ্ছেন, দুর্নীতি চালিয়ে যেতে পারছেন। এটা গণতন্ত্রের ওপর নির্মম আঘাত।'
>
> --মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

মমতার দাবি, বারবার বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের নিশানা করা হচ্ছে ও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অপর একটি মামলায় ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

মমতা জানিয়েছিলেন, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে অভিযোগ জানাতে নির্বাচন কমিশনে যাবে 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধি দল। তাতে তৃণমূলের দুই সদস্যও থাকবেন। সেইমতো নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট। সেখানে ছিলেন তৃণমূলের দুই সদস্যও। বৈঠকের পর বেরিয়ে তাঁরা জানালেন, এই ঘটনায় কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা। কারণ, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে আসলে বিরোধীদের কোণঠাসা করতে চাইছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার।

কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এটি কোনও ব্যক্তি বা দলের বিষয় নয়, সংবিধানের সাধারণ কাঠামোর বিষয়। নির্বাচনের জন্য সমান, সমতল মাঠ প্রয়োজন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল এজেন্সির অপব্যবহার করে সেই সমতল মাঠটির ক্ষতি করছে। এতে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন, সর্বোপরি গণতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়ছে।'

উল্লেখ্য, আবগারি 'দুর্নীতি' মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এর আগে এই মামলায় তিনি পর পর আট বার সমন এড়িয়েছেন। বৃহস্পতিবারও তাঁকে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। হাজিরা না দিয়ে কেজরি দিল্লি হাই কোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন জানান। তা খারিজ হয়ে যাওয়ার পরেই রাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। ঘণ্টা দুয়েক বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। কেজরীকে জিজ্ঞাসাবাদও করে ইডি। তার পর রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। কেজরির গ্রেপ্তারির পর আম আদমি পার্টির (আপ) তরফে জানানো হয়, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। প্রয়োজনে জেলে বসেই সরকার চালাবেন। উল্লেখ্য, কেজরীই দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, পদে থাকাকালীন যাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

কোচবিহার জয়ে এক্স-ফ্যাক্টর রাজবংশী ভোট

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গড়ে উঠেছে একদা বামদুর্গ বলে পরিচিত কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র। এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা ও নাটাবাড়ি। তিন দশকের বেশি সময় ধরে এই কেন্দ্র ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। তবে এই কোচবিহারেই দেখা গেছে কংগ্রেসের প্রভাবও। যেমন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দখল করে কোচবিহার। পরে ফের কেন্দ্রটি যায় ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। এরপর ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। ফরওয়ার্ড ব্লকের অমরেন্দ্র রায় প্রধান পরপর আটবার সাংসদ হন। এরপর ২০১৪ সালে জেতে তৃণমূল। ২০১৬ সালের উপনির্বাচনেও এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসই জয়লাভ করে। এরপর উনিশের লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে সিংহভাগ বাম ভোট নিজের পালে টেনে জয়ের মালা গলায় তোলেন একদা তৃণমূলি নিশীথ প্রামাণিক। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে নিশীথের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৯৪। ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের পরেশ অধিকারী। তবে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভোট কমে চোখে পড়ার মতো। শতাংশের নিরিখে মাত্র ৩.০৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লক। অর্থাৎ, একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ বামেরা। নির্বাচনী ফলই বলছে, নিশীথের হাত ধরেই ২০১৯ থেকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে কোচবিহার। ওই কেন্দ্রের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। এবারও সেই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়বেন নিশীথ। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন সিতাই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া।

এখানে একটা কথা বলতেই হয়, কোচবিহারের রাজনীতিতে অনেকটাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে রাজবংশীদের মতামত। আর এই রাজবংশী মন জিততে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ করে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ ওরফে নগেন্দ্রনাথ রায়কে। গতবার কোচবিহারে নিশীথের জেতার পিছনে বড় অবদান ছিল অনন্ত মহারাজের। তবে কিছুদিন আগে দলে বিদ্রোহী হয়েছেন অনন্ত। দলের সঙ্গে সম্পর্ক কতটা ভালো তা নিয়ে সংশয় আছে। পাশাপাশি আরও একটা তথ্য, ২০১৯-এর লোকসভার হিসেব অনুসারে, এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৯ হাজার ৫৭৮। যেখানে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৪৮ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৩২। এই লোকসভায় প্রায় ৫২ শতাংশ তফসিলি মানুষ। এই ৫২ শতাংশের মধ্যে আবার ৩৫ শতাংশ রাজবংশী তফসিলি। এছাড়া ২৬ শতাংশের কাছাকাছি মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস।

তবে ২০২৪-এ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বাম দলগুলি, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক

এর পর দ্বিতীয় পাতায়

সাত সকালেই সক্রিয় ইডি, তল্লাশি মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সকালেই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে ইডির অভিযান চলল। সূত্রের খবর, তিনটি গাড়ি করে চন্দ্রনাথের নিচুপট্টির বাড়িতে পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনী চন্দ্রনাথের বাড়ি ঘিরে ফেলে। এদিনের এই ইডি অভিযানের পরই নিয়োগ দুর্নীতিতে নতুন করে সামনে আসে রাজ্যের এই মন্ত্রীর নাম। এর আগে চন্দ্রনাথের নাম সেভাবে কোনও দুর্নীতিতে জড়ায়নি। তাই শুরুর দিকে বিষয়টা স্পষ্ট না হলেও পরে ইডি সূত্রে জানা যায়, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি অভিযান। এর আগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর নাম জড়িয়েছিল নিয়োগ মামলায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ইডি হানা দেওয়ার সময় নিজের বাড়িতে ছিলেন না চন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি মুরারইতে। সাড়ে ১০টার কিছু ক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ মুরারইয়ের বাড়ি থেকে বোলপুরের উদ্দেশে রওনা দেন।

সূত্রের খবর, চন্দ্রনাথ সিনহার নাম তদন্তকারীরা শুনেছেন খোদ চাকরিপ্রার্থীদের মুখ থেকে। সেই সব চাকরিপ্রার্থী, যাঁদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে সময় কয়েক হাজার চাকরি প্রার্থীর নাম পায় ইডি। তাঁদের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি বলে সূত্রের খবর। যদিও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, কোনও নোটিস ছাড়াই তাঁর বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়েছে।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে বেশ কিছু নাম পাওয়া যায় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রসন্ন রায়ের বাড়িতে। কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকেও একাধিক নাম পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি প্রসন্ন রায় মিডল ম্যানের কাজ করেছেন। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করার সময় গোয়েন্দারা জানতে পারেন চাকরিপ্রার্থীরা তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন। এরপরই চাকরিপ্রার্থীদের কয়েকজনের বয়ান নেওয়া হয়। ইডি সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন যে তাঁদের কুন্তল বা প্রসন্নর কাছে পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রী

চন্দ্রনাথ সিনহা। ইডি সূত্রে খবর, তাঁর কাছ থেকেই চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা পৌঁছেছিল 'মিডল ম্যান'দের কাছে। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার তল্লাশি বলে ইঙ্গিত ইডি-র।

শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতার অন্তত ৫ জায়গায় তাঁরা তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। মূলত চেতলায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে প্রথমে হানা দেয় তাঁরা। পাশাপাশি লেকটাউন-সহ মোট ৫ জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। শহরের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও চলছে এই অভিযান। তার মধ্যে থেকেই একটি দল পৌঁছে যায় বোলপুরে রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়িতে। গত ৮ মার্চ এই একই মামলার তদন্তে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় অভিযান করেছিল ইডি। নিয়োগকাণ্ডে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীই ছিল তাঁদের নজরে। এছাড়াও নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রসন্ন রায়ের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির বাড়িতে গেছিলেন আধিকারিকরা।

এরই পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, চলতি মাসের ৮ তারিখ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, অধুনা জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত এক পার্শ্বশিক্ষকের বাড়ি, নাগেরবাজারের এক হিসাবরক্ষকের বাড়ি এবং রাজারহাট এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালানোর পর তারই সূত্র ধরেই এদিন চন্দ্রনাথের বাড়িতেও হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা।

'লোগসভা' পোর্টাল নিয়ে আপত্তি

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করতে গত রবিবার 'লোগ সভা' পোর্টাল চালু করেছেন রাজ্যপাল। ওই পোর্টালে রাজভবনের একটি মেল আইডিও দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সরাসরি রাজভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এ নিয়েই অভিযোগ তৃণমূলের। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অবৈধভাবে নির্বাচনের কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন বলে কমিশনে অভিযোগ জানাল তৃণমূল। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, রাজ্যপাল হিংসামুক্ত ভোট পরিচালনার কথা বলে পঞ্চায়েত ভোটের মতো লোকসভা ভোটেও সমান্তরাল প্রশাসন চালু করতে চাইছে, যা আদতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সমান। অবিলম্বে কমিশনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানিয়েছে শাসকদল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রাজ্যজুড়ে অশান্তি এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর জন্য 'পিসরুম' চালু করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । এবার লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একই উদ্দেশ্যে তাঁর নয়া উদ্যোগ 'লোগসভা' পরিষেবা। গত রবিবারই রাজভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন লোকসভা ভোটের সময় যে কোনও নাগরিক logsabha.rajbhavankolkata@gmail.com -এ মেল করে রাজরাসরি তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই উদ্যোগকে সমান্তরাল নির্বাচনী পদ্ধতি বলে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাল তৃণমূল।

লোকসভা ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির অভিযোগ তুলেছে রাজভবনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। সেসব দেখে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, রাজভবনেই সাধারণ মানুষের সহায়তার কথা ভেবে খোলা হবে পোর্টাল। ১৭ তারিখই রাজভবনে চালু হয় 'লোগসভা পোর্টাল'। রাজ্যপাল জানান, সাধারণ মানুষ এই পোর্টাল মারফত অভিযোগ জানাতে পারবেন। তিনি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

ভুটানে 'অর্ডার অব দ্য ড্রুক গ্যালপো' সম্মানে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

থিম্পু, ২২ মার্চ: ভুটানের রাজ দরবারের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান অর্ডার অব ড্রুক গ্যালপোয় সম্মানিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি হলেন প্রথম কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতা, যাঁকে এই সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করল ভুটান। শুক্রবার সকালেই পড়শি রাষ্ট্র ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন, ভুটানের রাজা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই অর্ডার অব ড্রুক গ্যালপোয় ভূষিত করেন। থিম্পুতে এক অনুষ্ঠানে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই সম্মান জানান। এই পুরস্কার পেয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই সম্মান আমার ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এটা ভারত ও ভারতের ১৪০ নাগরিকের সম্মান। ভুটানের এই পবিত্র ভূমিতে সমস্ত ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে এই সম্মান গ্রহণ করছি আমি এবং এই সম্মানের জন্য আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছিল ভুটান। ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভুটানের ১১৪ তম জাতীয় দিবস উদযাপনের সময়েই এ কথা ঘোষণা করেছিলেন ভুটানের রাজা। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে সম্মানিত করে ভুটান জানিয়েছে, 'মোদি হলেন জাতীয়, আঞ্চলিক তথা গোটা বিশ্বের লিডারশিপের এক অসামান্য প্রতীক।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Suvankar Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Chakraborty ও A. K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৩৯ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Chattopadhyay S/o. Kashinath Chattopadhyay ও Abhijit Chatterjee S/o. K. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে Shaktipada Das S/o. Gopal Das & Das Shaktipada S/o. Gopal ও Shaktipada Das S/o. Gopal Chandra Das & Shakti Pada Das S/o. G. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Anup Bera S/o. Jahar Bera ও Anup Kr. Bera S/o. J. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Alpana Dey (old name) W/o. Sukumar De R/o. 12/A, Tarakdas Pal Sarani, Bansberia, Morga, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Alpana De (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Alpana Dey ও Alpana De W/o. Sukumar De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Anirban Dey.

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Dey (old name) S/o. Gobardhan De R/o. 12/A, Tarakdas Pal Sarani, Bansberia, Morga, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sukumar De (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sukumar Dey ও Sukumar De S/o. Gobardhan De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Anirban Dey.

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১১০ নং এফিডেভিট বলে Raju Singh S/o. Ramfal Singh ও R. Singh S/o. R. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য জেলা জজ বাহাদুর মহাশয়ের আদালত চুঁচুড়া সদর হুগলী

মিস কেস নং- ৯০/২০২৩

তপতী গৌতম, স্বামী- ঁআশিষ গৌতম, সাং-৪৭৩/১/৯ এন.সি.ব্যানার্জী রোড, পোঃ- বৈদ্যবাটি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২২২২।

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্নতপশীলে বিশদ ভাবে বর্নিত সম্পত্তি নাবালক অভিজ্ঞান গৌতম, পিতা- ঁআশীষ গৌতম এর থাকে। এক্ষনে দরখাস্তকারীর পক্ষে তপতী গৌতম মাতা অভিভাবক বিধায় তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ বা স্বয়ং হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় মহামান্য আদালত কর্তৃক এক-তরফা শুনানী করা হইবে ।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত ১৭ নং ওয়ার্ডের ৪১২ (৭৮/এইচ) এন. সি ব্যানার্জী রোড নামক স্থানে অবস্থিত, যাহার জে. এল. নং-৪, মৌজা-দীর্ঘানা, আর. এস. খতিয়ান নং-৩৫০৬, ৩৫০৯, ৩৫১২, ৩৭৬৯, ৩৭৭০ ও ৩৭৭১, দাগ নং- ৪১৬২ পরিমান-১ কাঠা ৪ ছটাক ১৫ স্কোয়ার ফুট সম্পত্তির উপর নির্মিত 'শান্তিনিকেতন' আবাসনের- ৬৬০ স্কোয়ার ফুট পরিমান সম্পত্তির এক অংশ যাহা ফার্স্ট ফ্লোর হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয়
শোভা মুখার্জ্জী
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর, হুগলী।

জনবিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল, শ্রীমতী শেফালি ঘোষ, স্বামী- কেশব চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- কুলগাছিয়া, থানা-উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া-৭১১৩০৬ অর্থের মূল্যবান বিবেচনায় বিক্রি করতে চলেছে ৮ ডেসিমেল পরিমাপের সম্পত্তি যার আর.এস. দাগ নং- ৫২৩ এবং ৫৬১ এবং এল.আর. দাগ নং ৫১৫ এবং ৫৫৭ আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৭ ও ১৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৩, মৌজা-কুলগাছিয়ায় এ.ডি.এস. আর. উলুবেড়িয়া তে ২০০৩ সালের ৩৮২৯ এবং ২০০৩ সালের ৩০৯২ বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে পাওয়া সম্পত্তি।

যদি কোন ব্যক্তির উপরোক্ত বিষয়ে আপত্তি থাকে, তবে তিনি এই প্রকাশের দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাকে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন, এতে ব্যর্থ হলে সংবাদপত্রে নোটিশ প্রকাশের এই দিন থেকে ৭ দিন পরে আর কোনও দাবি, আপত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করা হবে না এবং আমি সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব।

বিপ্লব কর্মকার
অ্যাডভোকেট
টেলিফোন-+৯১ ৯৮৭৪৮ ৫৫১৪৯

NOTICE

Under instruction and on behalf of my client Anju Srivastava wife of Asit Srivastava of 259, S.K. Nagar Nayabasti Rishra, P.O. Pravashnagar, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, Pin- 712249, West Bengal and specially authorized by him, I beg to inform you as follows:-

1. That my said client executed a lease Deed being No-05163 dated 03/08/2009 registered at A.D.S.R. Serampore Hooghly.
2. That said original Leased Deed has lost on 02/03/2024. And my client has lodged a GDE in Serampore Police Station being GDE No- 1239 dated 19/03/2024.
3. That any person have any claim over said Leased Deed then he inform my said client within 7 days from the date of publication.

Date: 21/03/2024.

Please not and obliged
Your faithfully,
Md. Afzal Hussain
Advocate,
Serampore Court

NOTICE

Under instruction and on behalf of my client Asit Srivastava son of Late Birchand Prasad of 259, S.K. Nagar Nayabasti Rishra, P.O. Pravashnagar, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, Pin- 712249, West Bengal and specially authorized by him, I beg to inform you as follows:-

1. That my said client executed a lease Deed being No-05169 dated 03/08/2009 registered at A.D.S.R. Serampore Hooghly.
2. That said original Leased Deed has lost on 02/03/2024. And my client has lodged a GDE in Serampore Police Station being GDE No- 1239 dated 19/03/2024.
3. That any person have any claim over said Leased Deed then he inform my said client within 7 days from the date of publication.

Date: 22/03/2024.

Please not and obliged
Yours faithfully,
Md. Afzal Hussain
Advocate,
Serampore Court.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে মার্চ, ৯ ই চৈত্র। শনিবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরি মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরি শুক্র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। শত্রু বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা ষড়যন্ত্র তৈরি হবে। কোন জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, তার জন্য মনে কষ্ট থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নতুন গতি আসার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। সন্তানের বিদ্যালয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্ম বিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তা থাকবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা গোপন শত্রুতা থাকবে। গ্রহ অবস্থান শুভ নয় বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দ্বারা শিব পূজা করুন। শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। সন্তানের বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন প্রেমে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কেটে যাবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনের সুখ প্রাপ্তি সম্ভব। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অলংকার শিল্প যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির-- ব্যবসা বৃদ্ধির যোগ। নিজ বুদ্ধির দ্বারা আজকের দিনে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন হর হর মহাদেব বলুন পথ চলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকার দিন। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, সেই কাজটির না হওয়ার কারণে মন কষ্ট বৃদ্ধি। পরিবারে তর্ক বিবাদ বিসংবাদ। বাজার করা দোকান করা বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ার যোগ। যারা মুদ্রণ শিল্প, ছাপা- ছাপির মধ্যে কাজ করেন, তাদের আজকের দিনটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কাটবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কুদৃষ্টি আপনার ওপর ছিল, আজ তা শুভ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছলনাময়ী এক নারীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা মুক্ত হওয়ার দিন। আজ ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ যোগ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নী শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের নাম করুন। শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ সকালে তর্ক বিবাদের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ার দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স, সন্তানের জন্য বিদ্যালয় ছোট ছোট সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য রাখলে জয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তর্ক বিভাগের সম্ভাবনা। প্রবীণ নাগরিকের শরীর ব্যাধি কারক বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন, ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন। নিশ্চিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : সকালে বিবাদ বিসংবাদ বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আপনাকে ভুল বুঝে প্রতিবেশী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী। যারা মাছের ব্যবসায়ী। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী, তারা আজকের দিনটি ধৈর্য রাখুন। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যোগ। কর্মের আবেদন যারা করছেন তারা ধৈর্য রাখলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান আর ভগবান হরগৌরীর পূজা করুন।

তুলা রাশি : ছোট ভ্রমণ। পারিবারিক শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন গতি। অর্থপ্রাপ্তির যোগ। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। পুরাতন এক শত্রু আপনার কাছে আজ ফোন করে ক্ষমা চাইতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন। সাদা কাগজে ভগবান বিষ্ণুর নাম লিখুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা তে যারা বিদেশ যেতে চান, বিশেষত যারা মেডিকেল-ঔষধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তাদের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা, তাদেরও নতুন যোগাযোগ হবে। পুরাতন প্রেমিকের দ্বারা শুভ যোগাযোগ সম্ভব। বাড়ির গৃহ পরিবেশ শান্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালে বাড়িতে অশান্তির কালো মেঘ। গতকাল রাতের কোন ঘটনায় আজ বিভ্রান্ত কর অবস্থান থাকবে। যে নারীকে আপন ভেবে নিয়েছিলেন, তিনি কি সত্যিকারের আপনজন? বাড়ির গৃহপালিত পশু নিয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ থাকবে। ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের বিষয়ে যে কথা পাকা হওয়ার ছিল, তা বাধা পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জানুন। গণেশ দেবতার সামনে হলুদ ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ বিবাদ বিতর্ক। অশুভ সংবাদ দ্বারা সকাল থেকেই মনকষ্ট বাড়বে। যারা তরল পদার্থ বা ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাদের ছোট্ট ভুলের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনাময় কাল। আইনি মামলা যেখানে চলছে সেখানে সতর্ক থাকা ভালো। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে, বেতনভোগী কর্ম যারা করেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার ওপর আজ থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ভগবান শিবের নাম করতে আজকের দিনটি থাকুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ছোট ঘটনা কে কেন্দ্র করে, ধৈর্য হারিয়ে ফেললে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। পুরাতন গোপন কোন কথা প্রকাশ্য আসার জন্য কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থান তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা বাধা পড়বে। বিবাহ বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে। ভোগ নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন বাণিজ্য ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কাল। শুভ যোগ বিদ্যার্থী যারা আছেন তাদের সফলতার ইঙ্গিত। বিদ্যালয় যে অস্থিরতা ছিল তা কোন প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় সমাধান হয়ে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। নারিকেল সহ বাবা বিশ্বনাথের চরণে ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ দিন।

(শহীদ ভগৎ সিং র আত্ম বলিদান দিবস। বিশ্ব জলবায়ু দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি, মিহির শাহ/ মিহির এ শাহ, পিতা অজয় ভি শাহ /রূপা অজয় শাহ, ঠিকানা : ৬এ, মিডলটন স্ট্রিট, ছবিলদাস টাওয়ার্স, ৫ম তল, কলকাতা : ৭০০০৭১, ২১/০৩/২০২৩ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য হলফনামা নং ২২৩৭ তারিখ : ২১.০৩.২০২৩ বলে ''মিহির অজয় শাহ'' হিসেবে পরিচিত হইলাম। মিহির শাহ/ মিহিল এ শাহ এবং মিহির অজয় শাহ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **GUREET KAUR** D/o **GURDEEP SINGH SEKHON,** resident at Rabindrapally, Ward No.-2, P.O.: Inda, P.S.: Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal, Pin-721305 shall henceforth be known as **GUREET KAUR** as declared First Class Ld. Judicial Magistrate Court at Medinipur vide affidavit No.– 3216/24, dated 20/03/2024. That **GUREET KAUR SEKHON** & **GUREET KAUR** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

রেফাঃ- অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা ৫৫/২০২৩

শ্রী অরিজিৎ দে, পিতা- মৃত অসীম কুমার দে, সাকিম-১৭৩/১৪১, গোয়ালটুলী, (লেনিন সরণী), পিপুলপাতি, থানা- চুঁচুড়া, পোষ্ট ও জেলা -হুগলী, পিন-৭১২১০৩

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত শক্তি কুমার দে ওরফে শক্তিপদ দে (মৃত্যু ১২/০৯/২০১৪), পিতা- মৃত ধীরেন্দ্র নাথ দে, সাকিম- ১৭৩/১৪১, গোয়ালটুলী, (লেনিন সরণী), পিপুলপাতি, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩, (স্ত্রী পূর্ব মৃত ও নিঃসন্তান) এর সম্পাদিত সর্বশেষ উইলের প্রবেট লইবার জন্য শ্রী অরিজিৎ দে, উক্ত মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত উইলের সম্পত্তি তথা জেলা ও সাব-রেজিষ্ট্রী হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অন্তর্গত ও হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ১৫ নং ওয়ার্ডের গোয়ালটুলী মহল্ল্যায় অবস্থিত ১৭৩/১৪১ নং হোল্ডিং ভুক্ত, জে.এল. নং ১৮, কুলিহান্ডা মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৪৯, যাহার সাবেক আর.এস. ১৫৮৭ ও হাল এল.আর. ৩২০০ নং দাগের বাস্তু ১৲ ষোলো আনায় ০.০৫৩ একরের মধ্যে ০.০৫১ একর অবিভক্ত অর্ধাংশ হইতেছে । উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার/ আপনাদের কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি/আপনার নিজ বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া সদর

২০২২ সালের (এক্ট-৩৯ প্রবেট)- ০৭ নম্বর মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীনিঃ-শ্রীমতী পূর্ণিমা বিশ্বাস ওরফে রানু বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস, পিতা- ঁ বিদ্যুৎ কুমার সরকার, সাং- প্রগতিনগর, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং-৭১২১০২।

নিকট আত্মীয়ঃ ৭। (এ)- শ্রীমতী সীমা বোস, স্বামী- শ্রী কাজল বোস, সাং গ্রাম- পুঁইনান, দাদপুর শিবতলা, পোঃ পুঁইনান, থানা- দাদপুর, জেলা-হুগলী, পিন নং-৭১২৩০৫।

এতদ্বারা ৭। (এ) নং নিকট আত্মীয়কে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া তাহার পিতা- মৃত বিদ্যুৎ কুমার সরকারের উইলের প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমায় যথারীতি আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা ও ডিস্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অন্তর্গত, কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে.এল. নং- ২০, চুঁচুড়া মৌজাস্থিত, আর.এস ও যাহার হাল এল.আর-৪২৯২/১ নং খতিয়ান ভুক্ত- সাবেক (আর.এস)-৬৫ পঁয়ষট্টি নং দাগে তথা হাল এল.আর-১৪৭ একশত সাত চল্লিশ নং দাগে শুনা জমি ১৲ আনায় সম্পত্তির মধ্যে পূর্বে বিক্রীত ও বন্দোবস্ত কৃত সম্পত্তি বাদে ০.০১২ একর পরিমিত সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল পাকা স্বসাজ গৃহাদি সহ মায় সর্ব প্রকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ মায় সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সহ উইলকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারিনীর এ্যাডভোকেট
অসীম ব্যানার্জ্জী

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী।

NOTICE

In The Supreme Court of India
Extra-Ordinary Appellate Jurisdiction
Special Leave Petition (Civil) No. 36 of 2020
With Prayer for Interim Relief

Maniklal Adhikary (Dead)THR. LRS .... Petitioner

VERSUS

Sulekha Paul and Another ....Respondents

To,
Rupanjali Ghosh,
W/O Shri Umashankar Ghosh,
Daughter of Shri Madana Mohana Giri (GENRI),R/O Village Dattapur,
Post Office - Dattapur,
P.S. Tarakeshwar, Dist . Hooghly ,
West Bengal - 712407,
(Process Id . 254364/02023)

Whereas the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application for **APPLICATION FOR SUBSTITUTION, CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN, SETTING ASIDE AN ABATEMENT,** above mentioned (copy enclosed)fied in the Registry by **Mrs. Anjani Aiyagari,** Advocate on behalf of the Petitioner above named was listed for hearing before this court on 12th September, 2022 when the court was pleased to pass the following order :-

"Fresh notice to be served on the proposed legal representatives of the respondent No. 2 returnable by six weeks.

Registry shall sent the notice to the concerned District Court .

Fresh notice is also permitted for the petitioner with dasti in addition."

And Whereas the matter above mentioned was listed before Ld. Registrar's Court on 30th January, 2024 when the following order was passed :-

" Respondent nos.2(i) to 2(iii) have already filed counter affidavit.

Application for substituted service has been filed in respect of respondent no. 2(iv)Same is allowed Registry to proceed further.

List again on 14.03.2024."

Now Therefore take Notice that the above petition with prayer for interim relief will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this court either in person or through an advocate on record of this court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of publication of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why special Leave Petition and interim relief as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.

Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court in due course .

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14 (1) of Order XXI, S.C.R 2013 within 30 days from the date of Publication of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out In the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court / Tribunal against whose order the SLP is filled and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

Take Further Notice that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

S/d
Assistant Registrar
Dated : 14/02/2024

Important Notice
Legal Aid

(1) Legal Services of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.

For Further information,Please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers R.K. Jain Block - Near Post office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi - 110001 (Tel Nos 011- 23388316, 23388597)

MEDIATION

(2) The Facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court .

For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109 Lawyers Chambers , R.K. Jain Block - Near Post Office , Supreme Court compound , Tilak marg New Delhi - 110001(Tel No. 011. 23071432)

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, জেলা-নদীয়া, থানা- ধুবুলিয়া, মৌজা- ১৮ নং খাজুরী, খতিয়ান নং এল.আর. ১৩৮৭, ১৩৮৮, ১৩৮৯, দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ১৯৪, শ্রেণী আউশ, পরিমান- ১.৪০ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৬.০২.২০২৩ তারিখে সম্পাদিত এবং তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭৫৮ নং জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দলিলখানি এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত মূলে (১) আরমান গাইন, (২) ইব্রাহিম গাইন, (৩) সফিউল গাইন, সকলপিতা ঁহেবুল গাইন, সাং- খাজুরী, পোঃ- ঘাটেশ্বর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া মহাশয়গন একত্রিত হইয়া মুজিবর রহমান মল্লিক, পিতা- ঁ নজর আলি মল্লিক, সাং- সিংহাটি, পোঃ- ঘাটেশ্বর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া মহাশয় বরাবর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দলিলখানি সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রীকৃত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত বিষয়খানি আমি সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকিয়া তাহা প্রত্যায়িত করা হইল।

গৌতম ভৌমিক,
এ্যাডভোকেট,
কৃষ্ণনগর জেলা জজ আদালত, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

বকেয়া বেতন মিলবে, আরতি কটন মিলে অকাল হোলি শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: করোনা আবহে পুরো কাজ করেও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা আরতি কটন মিলের শ্রমিকেরা অর্ধেক বেতন পেতেন। করোনা সময় পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে সেই বকেয়া বেতন পেতে চলেছেন আরতি কটন মিলের শ্রমিকরা। আর শুক্রবার সেই খুশিতেই মিলের গেটে অকাল হোলিতে মাতলেন শ্রমিকরা।

করোনার সময় হাওড়ার দাশনগরে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের অধীনে আরতি কটন মিলের শ্রমিকরা তাদের মূল বেতনের অর্ধেক বেতন পাচ্ছিলেন। এর আগে শ্রমিকদের পুরো বেতনের দাবিতে রাজ্যে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি দিল্লিতে কয়েকবার দরবার করেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রাণালয়ে। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেন শ্রমিকদের বকেয়া বাকি অর্ধেক বেতন শীঘ্রই দিয়ে দেওয়া হবে। সেই ঘোষণাতে শ্রমিকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। আর এই আনন্দে মিলের গেটের সামনে শ্রমিকরা আবির মেখে বসন্ত উৎসব পালন করলেন। রাজ্য আইএনটিইউসির সাধারণ সম্পাদক মানস ব্যানার্জি বলেন, জুন ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ এই ১৯ মাসের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। এখন শ্রমিকেরা তাদের বকেয়া ৫০ শতাংশ বেতন পেতে চলেছে। তাই এই সময়কে স্মরণীয় করতে শ্রমিকেরা অকাল হোলিতে মেতে উঠেছেন। এই বকেয়া ধাপে ধাপে জানুয়ারি ২০২২ থেকে অগস্ট ২০২২ পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন শ্রাবন্তী সিং বলেন, 'এনটিসির অধীনে ২৩ টি কটন মিলের মধ্যে বাংলার আরতি কটন মিলের শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য বেতন পেতে চলেছেন। এর চেয়ে আনন্দের খবর তাদের কাছে হইতে পারে না কিছুই, তাই সেই আনন্দে অকাল হোলিতে সামিল হয়েছেন শ্রমিকরা।'

দোলযাত্রায় পরিবর্তিত সময় সূচি জানাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার দোলযাত্রা। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দা পর্যন্ত ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ৪২টি পরিষেবা দেওয়া হবে। যেখানে এসপ্ল্যানেড থেকে ২১টি মেট্রো চালানো হবে এবং হাওড়া ময়দান থেকে চালানো হবে ২১ টি মেট্রো। এই পরিষেবাগুলি ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পাওয়া যাবে। উভয় দিকেই এই পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৭টার বদলে বিকেল ৩টে থেকে। আর শেষ মেট্রো মিলবে রাত ৯টা ৪৫মিনিটের বদলে রাত ৮টায়। অন্যদিকে, ওই দিন শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত গ্রিন লাইনের ১০৬টি পরিষেবার পরিবর্তে মোট ২২টি পরিষেবা দেওয়া হবে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। যার মধ্যে শিয়ালদা থেকে থাকবে ১১টি পরিষেবা এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকেও থাকবে ১১টি পরিষেবা চালানো হবে। এ প্রসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এদিন মেট্রো পরিষেবা ৩০ মিনিটের ব্যবধানে উপলব্ধ হবে। সল্টলেক থেকে শিয়ালদা সকাল ৭টা পরিবর্তে মেট্রো পরিষেবা মিলবে বিকেল ৩টেয়। উল্টোদিকে শিয়ালদা থেকে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের বদলে মেট্রো ছাড়বে বিকেল ৩টেয়।

নিউ আলিপুর থানা অঞ্চলের সাহাপুর কলোনিতে মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ।

গো ব্যাক স্লোগানের পরম্পরায় বদল, এবার শাসক দলের বিধায়ককেই গো ব্যাক স্লোগান হাওড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গোটা রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা, জন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে গো ব্যাক স্লোগান শুনতে অভ্যস্ত। যদিও এবার শাসক দলের বিধায়ককেই গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হল মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ব্যাংক রাজনীতির অন্যতম বিশেষ সম্প্রদায়ের থেকে। রাজ্যে এখন রোজা চলছে, আর ভোটের মুখে শাসক দলের থেকে রোজাকে কেন্দ্র করে ইফতার পার্টি আয়োজন করা চলছে। যদিও হাওড়াতে শুক্রবার একটি ইফতার পার্টিতে শাসক দলের বিধায়ককেই উপস্থিত সংখ্যালঘু সদস্যরা গো ব্যাক স্লোগান দেয়। যার জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়েন হাওড়ার বালি কেন্দ্রের বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়। পরিস্থিতি এমন জায়গাতে দাঁড়ায় যে ইফতার পার্টি থেকে বেরিয়ে যান তৃণমূল কংগ্রেসের বালির বিধায়ক ডক্টর রানা চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল থেকেই বালি অঞ্চলে বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে প্রচার কর্মসূচি করছিলেন হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকালে ইফতিয়ারের নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছনোর জন্য প্রার্থী রওনা হতে চাইলেও তাকে অন্য কর্মসূচিতে আটকে দেন। আর সেই খবর এসে পৌঁছয় বেলুর ভোটবাগান এলাকায় । যার জেরে প্রার্থী বিধায়কের সঙ্গে সেখানে পৌঁছলে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়। দলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা সেখানে উপস্থিত থেকে গোটা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে যান বিধায়ক। তবে প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কোচবিহার জয়ে এক্স-ফ্যাক্টর রাজবংশী ভোট

প্রথম পাতার পর

বিশ্লেষকদের। এমন এক প্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যদি নিজেদের ভোট ধরে রাখে তবে আসন্ন লোকসভা ভোটে কোচবিহারে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বিজেপি। কারণ, ২০১৯-এর পর তোর্সা, মানসাই দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। একদিকে পদ্ম শিবিরের কড়া চ্যালেঞ্জ সামলে তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে ঘাসফুল শিবির। অপরদিকে, সিপিএম একঝাঁক তরুণ মুখকে সামনে এনে একযোগে তৃণমূল, বিজেপি বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছেন। এর ফল মিলবে কি না তা বলবে সময়ই। এদিকে গত বিধানসভা নির্বাচনে সিতাই বাদ দিয়ে কোচবিহার জেলার বাকি আসনগুলি নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। সেই পরিসংখ্যানের খাতায় নজর দিয়েই বিজেপির দাবি, এই আসন তাঁদের কাছে সহজ জয়ের। এদিকে আবার অনন্ত মহারাজ নিশীথকে সর্মথন করবেন কী না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজবংশীদের জন্য উন্নয়ন হাতিয়ার তৃণমূলের। ফলে রাজবংশীদের মন জিতে ফের এই আসন থেকে নিশীথ পদ্ম ফোটাতে পারবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েই গেল।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০২৪ ৯ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার

এবার নারকেলডাঙায় বেআইনি বাড়ি ভাঙার নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়ার পর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কড়া কলকাতা হাইকোর্ট। একাধিক বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার নারকেলডাঙার এমন এক বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিতেও দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে এ নির্দেশও দেন, শনিবার থেকেই এই ভাঙার কাজ শুরু করতে হবে।

প্রসঙ্গত, নারকেল ডাঙায় থানা এলাকায় ৩ডি/এইচ/ ৭ এম এন চ্যাটার্জি সরণিতে একটি ছ'তলা বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল। কোনও অনুমতি ছাড়াই আস্ত ভবনটি গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এমনকী ওই নির্মাণে বসতিও গড়ে ওঠে। এরপরই বিষয়টির জল গড়ায় আদালতে। বিচারপতি সিনহা বেআইনি সেই ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপরও নির্মাণটি ভাঙা হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর শুক্রবার ডেকে পাঠানো হয় নারকেল ডাঙা থানার ওসিকে। সশরীরে আদালতে আসার নির্দেশ দেন বিচারপতি। হাজিরাও দেন ওসি।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার বলা হয়েছে পুরসভাকে নাকি পুলিশ সহযোগিতা করছে না। এই বাড়ি সম্পূর্ণ ফাঁকা। ৪ জানুয়ারি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফাঁকা করার কোনও নির্দেশ ছিল না। ৬ জানুয়ারি পুরসভা বাড়ি ভাঙতেও শুরু করে। কেউ ওই বাড়িতে থাকে না। সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেছে পুরসভা।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বাড়ি ভাঙার মামলায় স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের হাজির হন এক ব্যক্তি। তিনি আদালতে জানান, ওই বাড়ির একতলার বাসিন্দা তিনি। সঙ্গে এও জানান, 'নির্মানের গ্রাউন্ড ফ্লোর নিয়ম মেনেই হয়েছে। তাই স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।' পাল্টা বিচারপতি প্রশ্ন করেন, বাড়ি ভেঙে পড়লে আপনাকে কে বাঁচাবে? পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, শনিবার পুলিশের উপস্থিতিতে ভাঙা হবে বেআইনি নির্মাণ।'

সন্দেশখালি মামলায় আদালতে তিরস্কারের মুখে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি মামলায় আদালতে তিরস্কারের মুখে পুলিশ। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ সন্দেশখালির পুরনো তিনটি খুনের মামলায় শেখ শাহজাহানকে আদালতে পেশ করা হয়। এই মামলারই শুনানিতে আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়ে পুলিশ। আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীদের অভিযোগ, তিনটি খুনের মামলায় এফআইআর-এ প্রথমেই নাম ছিল শেখ শাহজাহানের। কিন্তু চার্জশিট পেশ করার সময়ে শাহজাহানের নামটাই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মামলাকারীদের এই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিনের শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেন শাহজাহানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল তা নিয়েই। একইসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, শাহজাহান শেখের নাম রয়েছে অভিযুক্ত নম্বর ১-এ। ওঁর নাম, সাক্ষীরা জানানোর পরও কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল তার নাম তা নিয়ে প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

ফাইল চিত্র

বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে তদন্তকারী আধিকারিক জানান, 'সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই বাদ দেওয়া হয়েছে।' এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, তদন্তকারী আধিকারিক কি ঠিক করবেন কার কথা বিশ্বাসযোগ্য আর কারটা নয়। তখনই বিচারপতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার মানে নেই। আপনার সিনিয়রের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

এদিকে এদিনের শুনানিতে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেক দিন, সময় নিয়েছে রাজ্য। আর সময় দেওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শী শাহজাহানের নাম নিয়েছে। তারপরেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর।' শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, 'চার্জশিট জমা পড়েছে। তবে চার্জ ফ্রেম হয়নি এখনও।' এই মামলায় রাজ্য পাল্টা হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য সময় চাইল। ১ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি। আগের নির্দেশ মতো এই মামলায় নিম্ন আদালতের সমস্ত বিচার আপাতত স্থগিত। পরের শুনানির দিন ফের কেস ডায়েরি আনার নির্দেশ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে সন্দেশখালিতে তিনটি খুনের অভিযোগ ওঠে। এক বিজেপি কর্মী, দুই বাম সমর্থককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগে এফআইআর-এ প্রথমেই নাম ছিল শাহজাহানের। পরে চার্জশিট পেশের সময়ে তা বাদ দেওয়া হয়।

মেয়রের 'চোর' মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ পুর ইঞ্জিনিয়ারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেয়র ফিরহাদ হাকিমের 'চোর' মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখ াতে দেখা গেল কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের। এদিন যে ব্যানার নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ দেন পুর ইঞ্জিনিয়াররা তাতে লেখা ছিল 'কর্তৃপক্ষের অনৈতিক কাজের দায় ইঞ্জিনিয়ারদের উপর চাপানোর বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন।' প্রসঙ্গত, গার্ডেনরিচ কাণ্ডে তিনজন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করা হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাঁদের উপর কোপ পড়ছে বলে অভিযোগ ইঞ্জিনিয়ারদের। তারই প্রতিবাদে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান ইঞ্জিনিয়াররা।

এদিকে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার পরই কলকাতার মেয়রের তোপে পড়েন গার্ডেনরিচের ইঞ্জিনিয়ররা। ১৫ নম্বর বরোর ইঞ্জিনিয়ারকে ভর্ৎসনা করে ফিরহাদকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আপনার ভুলের জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল। না হয় আপনি অপদার্থ, না হয় চোর।' এই চোর মন্তব্যেরই প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ দেখান পুর ইঞ্জিনিয়াররা।

গার্ডেনরিচের ঘটনার পর বরো ১৫ তে গণহারে বদলি করা হয়। বরো ১৫-এর প্রায় সব ইঞ্জিনিয়ারকে বদলি করে দেয় কলকাতা পুরকর্মী বর্গ বিভাগ। বিল্ডিং, ওয়াটার সাপ্লাই, জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা-সহ সব বিভাগের ইঞ্জিনিয়রকে বদলি করা হয় বলে খ বর। এদিন পুর ইঞ্জিনিয়াররা হুঁশিয়ারি দেন, ধর্মঘটের পথেও হাঁটতে পারেন তাঁরা।

উদ্ধার হল ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া 'শেরু চাচা'র নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত গার্ডেনরিচকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ছিল ১০। এবার তা বেড়ে হল ১১। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় আরও একটি দেহ উদ্ধার করেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার রাত ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ আবদুল রউফ নিজামি ওরফে শেরু নিজামের দেহ উদ্ধার করা হয়। এলাকায় তিনি পরিচিত ছিলেন 'শেরু চাচা' নামেই। বছর পঁয়তাল্লিশের শেরুর দেহ এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর ছেলেরা দেহ শনাক্ত করেন।

গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার পরেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান শেরু। দুর্ঘটনার পর খোঁজ রব উঠলে শেরুর মোবাইলে ফোন করেন স্থানীয়দের কেউ কেউ। ফোন ধরে জবাবও দেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকেই শেরু ফোনে বলেছিলেন, আমি বেঁচে আছি। আমার সঙ্গে আরও কয়েক জন আটকে। তাড়াতাড়ি বার করো। এর পরেই ফোন বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। অন্য দিকে, বৃহস্পতিবারই পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল যে, উদ্ধারকাজ প্রায় শেষের পথে। তবে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলবে। সেই ধ্বংসস্তূপ সরাতে গিয়েই শুক্রবার ভোরে আরও একটি দেহ উদ্ধার করা হয়। শেরু যে বেঁচে নেই, তা প্রায় ধরে নিয়েছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও।

স্থানীয়দের দাবি, শেরু ওই বহুতলের প্রোমোটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁর পরিবারের লোকেরা দাবি করেন, তিনি ওই বহুতলটিতে বিদ্যুতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় প্রতি দিন রাতেই ওই নির্মীয়মাণ বহুতলের কাছে যেতেন তিনি। আড্ডা দিতেন। পরে আবার বাড়ি ফিরে আসতেন। রবিবার রাতেও ওই নির্মীয়মাণ বহুতলের কাছে গিয়েছিলেন শেরু।

ফের পিছল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত স্থগিত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট। ফলে ফের পিছল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। আপাতত স্থগিত হয়ে গেল আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট। আগামী ২ এপ্রিল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট হওয়ার কথা থাকলেও সেদিন পার্সোনালিটি টেস্ট নেওয়া যাবে কি না, তার উপরেই এক বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়।

সূত্রে খবর, এই পার্সোনালিটি টেস্ট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ, সামনে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে ইতিমধ্যেই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে জারি হয়ে গিয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। এমন অবস্থায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকাকালীন আদৌ চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানো যাবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই কারণে আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হয় আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট। এদিকে এও জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই ধোঁয়াশা কাটাতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই চিঠিতে যদি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ইতিবাচক কোনও জবাব মেলে, তবেই পার্সোনালিটি টেস্ট নেবে এসএসসি। নাহলে ভোটের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া এগনোর কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে।

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মুখে হাসি ফুটেছিল আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের। মুখে হাসি ফুটেছিল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের। কিন্তু আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকার কারণে আপাতত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেল। নতুন করে কবে পার্সোনালিটি টেস্টে নেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি স্কুল সার্ভিস কমিশনের থেকে।

আবহাওয়ার উন্নতি কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, এবার চড়বে তাপমাত্রার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টি থেমেছে, আবহাওয়ারও উন্নতি হয়েছে। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার আরও উন্নতি হবে, তারপর থেকে তাপমাত্রার পারদও চড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে আরও একদিন সময় লাগবে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি কমবে ২৩ মার্চের পর থেকে। শুক্রবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম।

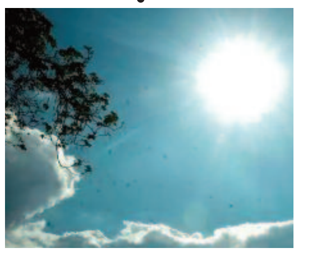

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, শনিবারের পর থেকে আবহাওয়ার আরও উন্নতি হবে দক্ষিণবঙ্গে, ২৩ মার্চের পর থেকে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও বদলে যাবে। থামবে বৃষ্টি। এরপর থেকেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। শনিবার পর্যন্ত উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

রাজ্য সরকারের সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে সাময়িক বদলি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বাড়তি কাজের চাপ সামাল দিতে রাজ্য সরকারের সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১৫ জন কর্মীকে সাময়িকভাবে ওই দপ্তরে বদলি করা হয়েছে। সচিবালয় থেকে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার ওই আধিকারিককে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে যোগ দিতে বলা হয়েছে। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ওই কর্মীরা নির্বাচনী দপ্তরেই কাজ করবেন বলে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তারপর ওই কর্মীরা আগে যে দপ্তরে ছিলেন সেখানে ফেরত আসবেন। তবে এই সময়ে বদলি হওয়া কর্মীরা তাঁদের বেতনের টাকা, যে অফিসগুলি থেকে তাঁরা বদলি হয়েছিলেন সেখান থেকেই পাবেন। ভোট ঘোষণার বেশ কয়েকদিন আগে সিইও দপ্তরে রাজ্যের দুই প্রবীণ আইএএস আধিকারিককে বদলি করা হয়। বিনোদ কুমার এবং স্মারকি মহাপাত্র নামে ওই দু'জনেই প্রধান সচিব পদে ছিলেন। এখন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা।

শহিদ জওয়ানের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গাড়ি খাদে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক তরুণ সেনা জওয়ানের। মৃত জওয়ান প্রেম কুমার চৌধুরী, কাঁচড়াপাড়ার সিটি বাজারের বাসিন্দা। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্গিল থেকে গোলাবারুদ নিয়ে সেনা বাহিনীর গাড়িতে চেপে লে-র নিমা ইউনিটে ফিরছিলেন ২৮ বছরের ওই সেনা জওয়ান। কিন্তু গত ১৯ মার্চ বিকেলে গাড়িটি খাদে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে প্রেমের কফিন বন্দি দেহ এসে পৌঁছয় তাঁর শহিদ জওয়ানের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। সেখানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। গান স্যালুটে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মৃতের পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে কথাও বলেন বিদায়ী সাংসদ। পাড়ার ছেলেকে শেষবার দেখতে ভিড় জমান সিটি বাজারের কয়েকশো মানুষ। শহিদ জওয়ান পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রের তরুণ জওয়ানের মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত। সাংসদের কথায়, জওয়ানের মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি তথা ওঁর পরিবারেরও ক্ষতি হল।

রাজ্য সরকার সচিবালয়ের কর্মীদের পদোন্নতির বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার সচিবালয়ের কর্মীদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব হওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বিধি তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবৎ হওয়ার আগেই কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক-সংস্কার দপ্তর এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যুগ্মসচিব পদে অন্তত দু'বছর কাজ করলে তবেই একজন অতিরিক্ত সচিব হওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। যুগ্মসচিব পদে উন্নীত হতে উপসচিব পদে অন্তত দু'বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস কর্মীদের আগে যুগ্মসচিব পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ ছিল। এলডিএ পদে যোগ দিয়ে একজন কর্মী পদোন্নতির মাধ্যমে যুগ্মসচিবও হতে পারতেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বছরখানেক আগে সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত সচিবের ১০টি পদ সৃষ্টি করা হয়। যুগ্মসচিব থেকে সহসচিব, ওএসডি প্রভৃতি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদের সংখ্যাও ওই এই পর্বে বাড়ানো হয় অনেকগুলি। এর ফলে সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস কর্মীদেরই পদোন্নতির সুযোগ অনেকটাই বেড়েছে।

তারাতালা রোডে বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিমের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। ছবি: অদিতি সাহা

আদালতের মধ্যে অভব্য আচরণের জেরে আইজীবীদের একাংশের ওপর ক্ষুব্ধ বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশে ওপরেই ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমকে। এদিন তিনি স্পষ্ট জানান, আদালত চত্বরে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, তা মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না তিনি। সঙ্গে এও জানান, যেখানে সাধারণ মানুষ বিচারের আশায় যায়, সেই আদালত আরও বেশি সুরক্ষিত হওয়া উচিত বলেও শুক্রবার মন্তব্য করতে দেখা যায় তাঁকে। এদিকে যে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, অবিলম্বে তাঁদের নামও জানতে চান প্রধান বিচারপতি। কারণ, আদালতের কর্মীদেরই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার জেনারেলের ঘরে ঢুকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শুক্রবার সকালে একটি মামলা চলাকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তীকে দেখে ওই আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রশ্নও করেন, আইনজীবী হয়ে আদালতের কর্মীদের হুমকি কেন তা নিয়েও।

এরই রেশ ধরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের সবার নাম চাই রাতের মধ্যে। নাহলে লার্জার বেঞ্চে এই ধরনের একটা মামলা চলছে সেখানে পাঠিয়ে দেব।' এজিকেও নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে আদালত চত্বরে রাজনৈতিক দলের বৈঠক হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, মূলত বিজেপির লিগাল সেলের আইনজীবীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার জেনারেলের ঘরে ঢুকে একদল আইনজীবীর অভব্য আচরণ করেছেন। কোর্টরুমের মধ্যে মিটিং করার দাবি জানিয়েছেন। তাতে বাধা দেওয়াতেই হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে কীভাবে হুমকি দেওয়া যেতে পারে তা নিয়েই। আর এই ঘটনাতেই বিরক্ত প্রধান বিচারপতি। ওই আইনজীবীরা রেজিস্ট্রার জেনারেলের পিএ, ডিএ- কে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ।

এদিকে এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই আইনজীবীর নাম জানতে পেরেছেন প্রধান বিচারপতি, এমনটাও সূত্রে খবর। তাঁরা হলেন, ফাল্গুনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেশ শাহ। এর মধ্যে ফাল্গুনী বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত সদস্য। এই প্রসঙ্গে এএসজি অশোক চক্রবর্তী বলেন, 'খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমি নিজে বিষয়টি দেখব।' এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, কোর্ট চত্বর আরও বেশি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। আদালতের ঘরে মিটিং হতে পারে না। কোর্টের কর্মীরা আমাদের জন্য, আইনজীবীদের জন্য কাজ করেন। তাঁরাই যদি অসুরক্ষিত বোধ করেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? তিনি জানান, এবার থেকে আদালত কক্ষগুলি দুপুর দেড়টায় বন্ধ করে দেওয়া হবে, আবার দুটো খুলে দেওয়া হবে। ফের বিকেল পাঁচটায় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

রাজ্য মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে নোটিস জারি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জামিন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে নোটিস জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এই নোটিস জারি করে বলে জানা গিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সিবিআই-এর তরফ থেকে রাজ্যের কাছে যে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কতদিনের মধ্যে নেওয়া সম্ভব হবে তা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। একইসঙ্গে নির্দেশ আগামী ৩ এপ্রিলের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন আদালত নির্দেশ দেয় সিবিআই এবং রেজিস্টার জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন মুখ্য সচিব।

প্রসঙ্গত, এসএসসি কাণ্ডে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য সহ একাধিক ব্যক্তির জামিন মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে বিচারপতির বাগচির মন্তব্য, 'উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেটা আইনের এবং জনগণের বিশ্বাসের ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। আর্থিক দুর্নীতির গুরুত্ব শুধুমাত্র সাজার মেয়াদ থেকে বোঝা যায় না। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মানুষের আস্থা এবং সমাজের ওপর এর একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'সৎ সরকারি আধিকারিকদের তদন্তের নামে হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্যই অনুমতি গ্রহণের এই নিয়ম বা আইন রয়েছে। কিন্তু যেখানে আদালতের নির্দেশে বা নজরদারিতে তদন্ত হচ্ছে, সেখানে সেই তদন্ত হয়রানির জন্য করা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে সেটা বলা যায় না। অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। এতে দেরি হওয়াটা দুঃখের বিষয়।'

সম্পাদকীয়

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক বিধায়ক বা সাংসদরা দেখেও এড়িয়ে চলেন সাংবাদিক নিগ্রহ

বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও সংবাদমাধ্যমের প্রতি কেমন আচরণ করতে পারে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল সংবাদমাধ্যম। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৬ সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যদি কোনও খবরের কাগজ না থাকে, তা হলে কোনও আন্দোলনও থাকে না, আন্দোলন শুধুমাত্র খবরের কাগজের পাতায়। তাই তিনি খবরের কাগজের বিরুদ্ধে সেন্সরশিপ ব্যবহার করেছেন। এক জন নেতা সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতাকে যথেষ্ট ভয় না পেলে এই কথা বলতে পারতেন না। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী সংবিধানের ১৯ ধারার অন্তর্গত বাক্ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেন, এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য মুখে লড়াইয়ের ডাক দেন। প্রচ্ছন্ন ভাবে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর সেই বক্তব্যের সমর্থক তাঁরাই। না হলে ২০১০ সাল থেকে শুধুমাত্র ইউএপিএ আইনে ১৬ জন সাংবাদিককে আটক করে রাখা হত না। গত বছর যখন প্রবীর পুরকায়স্থের মতো সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়, তখন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা সমাজমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে ঝড় তোলেন এবং সংবাদমাধ্যমের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা বলেন। আবার এই তৃণমূল আমলেই ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচীকে গ্রেফতার করা হয়, বা সন্দেশখালি কাণ্ডে কর্মরত টিভি সাংবাদিককে গ্রেফতার করে থানায় এফআইআর করা হয়। কলকাতা পুলিশ ২ জানুয়ারি, ২০২০ সাংবাদিক ভূপেন্দ্র প্রতাপ সিংহ, অভিষেক সিংহ, হেমন্ত চৌরাশিয়া ও আয়ুষ কুমার সিংহের বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে, তাকে আদালত 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' হিসাবে চিহ্নিত করে। কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি সংবাদমাধ্যমের উপরে, বা সাংবাদিকদের উপরে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, মহামারি আইন, ফৌজদারি ধারা ১৪৪-এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। ২০১৪-২০১৯ সময়কালে সাংবাদিকদের উপর প্রায় ১৯৮টি গুরুতর আক্রমণ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে জেলবন্দি করা হয়েছে ইরান, চিন, মায়ানমার, তুর্কিয়ে ও বেলারুসের মতো দেশে। কিন্তু ভারতেও সাংবাদিকরা স্বচ্ছন্দে নেই। টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে যখন সংবাদ তড়িৎ গতিতে মানুষের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে, সে সময়ে সাংবাদিকদের উপর মারধর, অত্যাচার সহ্যের সমস্ত গণ্ডি পার করে দিচ্ছে। দুঃখ হয় তখনই, যখন দেখি কিছু সাংবাদিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিধায়ক বা সাংসদ হয়ে যাচ্ছেন, এবং সাংবাদিকদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে উপেক্ষা করে সমাজমাধ্যমে নিজেদের ভিডিয়ো দিয়ে যাচ্ছেন।

আনন্দকথা

রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, 'ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।' ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা,তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি!' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয় কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটা মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, 'ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস; আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবানলাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

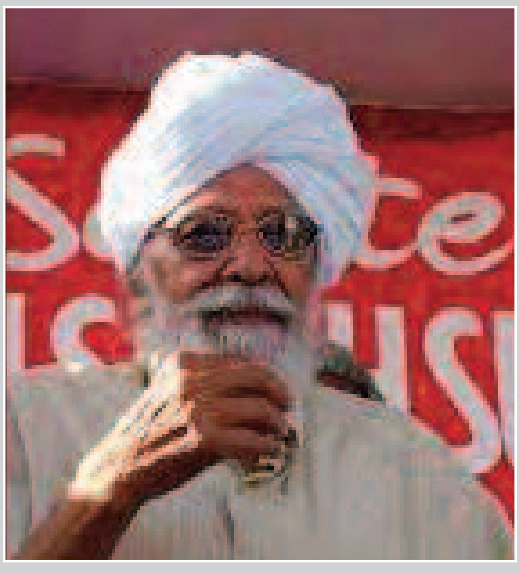

হরকিষেণ সিং সুরজিত

১৯১৬ *বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ হরকিষেণ সিং সুরজিতের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্মৃতি ইরানির জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের জন্মদিন।*

বাস্তার, ভারতে উগ্র কমিউনিজমের রেড করিডোর ও রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি উগ্র নকশালবাদ ও তাদের চাপিয়ে দেওয়া রীতিনীতি এবং তার অন্যথায় নিরীহ মানুষকে বর্বর ঘটনার সাক্ষী রেখে, ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখার যে ঠান্ডা মাথার খুনে রাজনীতি আজও চলছে সেই প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, নাম- বাস্তার। প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের 'বাস্তার' করিডরটি নকশালদের মত কমিউনিস্টদের জন্য স্বর্গ, আর তাদের দমনে আইপিএস নীরজা মাধবনের দুঃসাহসিক লড়াইয়ের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই মাও ও নকশালবাদীদের সাথে সিপিআইএম, সিপিআই, সিপিআইএমএল প্রভৃতি দলগুলি একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলতে দ্বিধা নেই এরাই মূলতঃ বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যতের মেরুদন্ড ভাঙবার জন্য দায়ী। তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক পুষ্টি সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সমস্ত সমৃদ্ধশালী কারখানাগুলোকে ইউনিয়ন মারফৎ বন্ধ করে (ডানলপ, বসুন্ধরা, জেশপ, বরাহনগর মিল, হিন্দমোটর ইত্যাদি আরও শতাধিক কারখানা অন্যতম) এনেছে ওয়েবেল, ইনফসিসের মত বিদেশী লগ্নি যেখানে আজকের ছেলেমেয়েরা ১০-১২ হাজার টাকার চাকরি করছে, দেশীয় সংস্থাগুলো জীবিত থাকলে ছবিটা অবশ্যই আলাদা হতে পারতো। এটাই নাকি তাদের শাসনকালে উন্নয়ন!

ভারতে নকশালবাদ আগমন ও উগ্র কমিউনিজমের প্রসার

এবারে আসা যাক এই খুনীদের বিস্তারের কথায়।বিগত পাঁচ দশকে, ভারতে নকশালবাদ বা মাওবাদী বিদ্রোহ কেবল টিকে থাকেনি বরং দেশের জন্য একটি প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হয়েছে। কিছু ইতিহাসবিদদের মতে, ভারতে মাওবাদী বিদ্রোহ ১৯৪০-এর দশকে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অংশ হিসাবে শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই) এর সশস্ত্র ক্যাডারদের নেতৃত্বে, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ২৫০০টি উপজাতীয় গ্রাম ১৯৪৮ সালে কৃষক বিপ্লবের অংশ হিসাবে নিজেদেরকে ছোট এবং স্বাধীন কমিউনে গঠন করেছিল। তবে, আধুনিক নকশাল আন্দোলন দাবি করে যে এটি ছিল ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামের হিংসাত্মক কৃষক বিদ্রোহের মূল। চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে সিপিআই নেতাদের একটি দল আরও উগ্রপন্থী অনুসরণ করার জন্য পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জমির মালিকদের দ্বারা দমনমূলক রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষক শ্রেণীর দ্বারা সমর্থিত বিদ্রোহ তাড়াতাড়িই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ শহুরে শিক্ষিত অভিজাত ও ছাত্রদের কাছ থেকেও প্রচুর সমর্থন অর্জন করেছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানের জন্য উপজাতীয় বনে ভ্রমণ করেছিল। একটা সময়ের ব্যবধানে আন্দোলন তার গতি হারিয়ে ফেলে। নকশাল বিদ্রোহ আবার ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে কে. সীতারমাইয়া-এর অধীনে অন্ধ্রপ্রদেশে পিপলস ওয়ারস গ্রুপ (PWG) গঠনের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়। আগের মত নয়, এই নতুন দলটি সংগঠনের একীকরণ এবং গ্রামীণ নিম্নবিত্তের সমর্থন জোগাড়ের দিকে মনোনিবেশ করেছে। PWG-এর সশস্ত্র ক্যাডাররা তেলেঙ্গানার পাহাড়ি ও বনাঞ্চল এবং বস্তার সংলগ্ন অঞ্চলে কাজ করেছিল এবং ক্রমবর্ধমানভাবে রাজ্যের কর্মকর্তা ও যন্ত্রপাতিকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে ছেড়েছিল। একই সময়ে, আরেকটি গ্রুপ, মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার (এমসিসি), বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেও কাজ করেছিল।

তখন থেকে মাওবাদী আন্দোলন ভারতের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত উপজাতীয় অঞ্চলে, যা 'রেড করিডোর' নামে পরিচিত। এদের দাপট এখন মূলত ঝাড়খন্ড, বিহার ছত্তিশগড়ে এদের আস্তানা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা আদিবাসী প্রধান দুর্গম এলাকায় সেসব জায়গার রাস্তাঘাট ওরাই চেনে ২০০৪ সালে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে , PWG, MCC এবং অন্যান্য মাওবাদী স্প্লিন্টার গ্রুপগুলি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) গঠনের জন্য একত্রিত হয়। সেই থেকে, সিপিআই (মাওবাদী) হল দেশের একক বৃহত্তম অতি-বামপন্থী গোষ্ঠী এবং ভারতে বামপন্থী চরমপন্থা সম্পর্কিত বেশিরভাগ সহিংসতার জন্য দায়ী।

মাওবাদী ক্ষমতা দখলের কৌশল

মাওবাদ একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শগত মতবাদ এবং কমিউনিস্ট চীনের নেতা মাও সে তুং দ্বারা গঠিত বিপ্লবের প্রক্রিয়া যেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ (গেরিলা যুদ্ধ), রাজনৈতিক সংহতি এবং কৌশলগত জোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উপর ভিত্তি করে নকশালদের লক্ষ্য হল আত্ম-দৃষ্টিভঙ্গি সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রকে উৎখাত করা এবং দেশে শাসনের একটি কমিউনিস্ট কাঠামো স্থাপন করা।

মাওবাদীদের কৌশল হল সমাজের শোষিত বা প্রান্তিক শ্রেণী এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শগত ভাবনার দূরত্ব তৈরি করা। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর থেকে ব্যাপক সমর্থন জোগাড় করে এবং অবিরামভাবে আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং শিল্প শোষণের মতো বিষয়গুলি গ্রহণ করে। যেখানে, সামরিক কৌশলের লক্ষ্য হল প্রত্যন্ত এবং বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে অপারেশনের একটি বিপ্লবী বেস এলাকা তৈরি করা যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের সীমিত বা নগণ্য উপস্থিতি রয়েছে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা। অর্থাৎ প্রান্তিক ও গ্রামীণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে তাদের হাতে মারণ অস্ত্র তুলে দিয়ে, ভুয়ো জনসমর্থনে নিজেদের তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পেশ করাই কমিউনিস্টদের মূল ও আগ্রাসী ভাবনাধারা। মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় ৯কোটি আদিবাসী কি বোঝে মাওবাদ কী? বুঝে হোক, বা না বুঝে হোক, সমর্থন করুক, বা না করুক, হিংসা ও পাল্টা হিংসার নিরীহ শিকার তাঁরা বহু আদিবাসীকে এজন্য জীবন দিতে হয়েছে

পাশাপাশি, রাষ্ট্রতন্ত্রেও তারা কুক্ষিকরণ করেছে খুব সূচারু দৃষ্টিভঙ্গিতে, কারণ ক্ষমতার অলিন্দে না বসলে সর্বস্তরের জনমত স্থাপন করা অসম্ভব সেটা বুঝেছিল। তাকে নজরে রেখে CPI (মাওবাদী) তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল জনসাধারণ এবং মিডিয়া বক্তৃতা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট সংস্থানও নিযুক্ত করে। মাওবাদী এজেন্ডা এবং শহুরে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু ওভারগ্রাউন্ড নকশাল সংগঠন এবং আসন্ন ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, জনপ্রিয় মাধ্যম এবং আইনি উপায় ব্যবহার করে। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যেমন- জনপ্রিয় সমস্ত বয়সী দক্ষ লেখক, গদ্যকার, পত্রলেখক, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, চিত্রশিল্পী, সংবাদপাঠক, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ক্যাডার, বৈদ্যুতিন চ্যানেল মাধ্যম, আইনজীবী, আমলা, সমাজকর্মী প্রমুখদের এই পরিসরে ক্ষমতা ও সুবিধার লোভ দেখিয়ে সামিল করে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তাদের দেখানো পথে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলই এরপরে সর্বস্তরে প্রচার পেতে তথাকথিত শিক্ষিত এলিট সমাজকেও আস্তে আস্তে কুক্ষিগত করে ফেলে। মজার বিষয় হল, মাওবাদীরা একই গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করছে যা তারা অপমানিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্থাৎ মানুষকে একাধারে সামাজিক আদর্শগত বক্তৃতার মাধ্যমে বোকা বানিয়েছে এবং একইসাথে উস্কানিমূলক বিবৃতির মাধ্যমে সবসময়েই ধর্মের নামে, জাতের নামে লড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তারা সবসময়েই শান্ত, অভিজ্ঞ বেশে সাধু হয়ে থেকে জনপ্রিয়তা ছুঁয়েছে এবং এতে কমিউনিজমের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সৃষ্টিশীল ছায়া জনপ্রিয়তার প্রভাব খাটিয়ে কমিউনিজম ভাবধারা মদতপুষ্ট দেশগুলি থেকে বৈদেশিক অর্থের জোগান লাভ করেছে যা তাদের প্রসারতায় সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এতে তাদের কর্মকাণ্ডের দিকে আঙুল কম উঠত বা ওঠে আর অসহিষ্ণু রাজনীতির নামে ফায়দা তোলে, মানুষের মনে অঙ্ক কষে ভীতি স্থাপন করে গিয়েছে যা মূলতঃ নকশাল ও মাওবাদদীদের লক্ষ্য। সুস্থিরতা প্রদান মাওবাদীদের লক্ষ্য নয়। নকশালরা শহুরে যুবক এবং অনেক জাতীয় ও আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা করে, উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লী প্রমুখ রাজ্যগুলিতে অবস্থিত জেএনইউয়ের মত নামী ও প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক ভয়ানক রাজনীতির মিথ্যাচারের ফাঁদে পা দিয়ে চলেছে বহু তরুণ প্রজন্ম। হাস্যকরভাবে, বিদ্রোহের মতাদর্শিক ইন্ধন বাইরে থেকে বেশি সরবরাহ করা হয় কারণ অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কিছু অংশ এটিকে তাদের মতাদর্শিক বিশ্বাসকে বৈধতা দেওয়ার একটি সুবিধাজনক উপায় হিসাবে দেখে। শুধু তাই নয়, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপকারী দেশের যেকোনও সম্ভাব্য মেধা ও পেশার মানুষ, রক্ষাকর্তা পুলিশ, সেনাদের মৃত্যুতে তারা রীতিমত বৈদেশিক অর্থের সম্ভার, বিভিন্ন সুযোগ আয়ত্ত করে। তারা উল্লসিত হয়।

নকশালরা রাস্তা, বিদ্যুত, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল ইত্যাদি সহ জনগণের কাছে পৌঁছাতে যেকোন ধরনের রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন পরিষেবাগুলিকেও সীমাবদ্ধ করে। উদ্দেশ্য হল জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মূলধারার সমাজে তাদের আয়ত্ত সীমিত করা।

অর্থনৈতিক উৎস

নকশালরা ছায়াযুদ্ধ অর্থনীতির একটি পরিশীলিত নেটওয়ার্ক তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছে, যার আনুমানিক বার্ষিক অর্থায়ন ১.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মূল্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা)! তহবিলের সবচেয়ে বড় উৎস হলো স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদাবাজি। এছাড়াও তারা মাদক ব্যবসা, অপহরণ ও হত্যার মতো সংগঠিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত। উপরন্তু, আরেকটি প্রধান উৎস, এবং সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত একটি হল, উপজাতীয় এলাকায় কাজ করা শিল্প কোম্পানি এবং এমনকি MNCs থেকে অর্থ আদায়। অর্থ জোগাড় করার জন্য এই চাঁদাবাজি ও জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে মাওবাদী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, নকশালরা মানুষের মুক্তি এবং তাদের উদ্দেশ্যের বৃহত্তর মঙ্গলের অজুহাতে এই কাজগুলিকে ন্যায্যতা দেয় অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে সামনে রেখে সেই অর্থ নিজেদের ক্ষমতা কায়েমে আত্মসাৎ করে। আর যারা এর বিরোধিতা করেছে সাইবাড়ির মত ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে সন্ত্রাস বিস্তার করেছে অর্থাৎ পরিবারের পরিজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে সেই রক্তে কখনও স্নান করিয়েছে, কখনও ভাত খাইয়েছে, কখনও নিজেদের খুনি কমরেডদের প্রতি উৎসর্গ করাতে বাধ্য করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিহার, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রমুখ রাজ্যগুলো এই কমিউনিজমের ফাঁদে পড়ে আজও চলছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রে রক্তবীজ হয়ে অবস্থিত কমিউনিজম

বিগত পাঁচ দশকে, ভারতে নকশালবাদ বা মাওবাদী বিদ্রোহ কেবল টিকে থাকেনি বরং দেশের জন্য একটি প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হয়েছে। পূর্ব ও মধ্য ভারতের গ্রামীণ পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হওয়া যুদ্ধ গত কয়েক দশকে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং এর জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশকে প্রভাবিত করেছে। ভারতে নকশালবাদ বা মাওবাদী বিদ্রোহ দেশের অখণ্ডতা এবং সামাজিক কাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ। যদিও, সামরিক আন্দোলন দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তিক, কিন্তু শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে মাওবাদী কারণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহের সরঞ্জাম ও কৌশলগুলির আধুনিকীকরণ এটিকে এখনও ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি করে তুলেছে। এর পাশাপাশি ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনৈতিক বাধা এবং অলস প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহ-বিরোধী পদক্ষেপগুলিকে প্রতিকূল করে তুলছে যা বাস্তারেও অপারেশন চলাকালীন আইপিএসে নীরজা মাধবনের সাথেও ঘটেছিল। অর্থাৎ ক্ষমতার আগ্রাসনে কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রতন্ত্রে আসীন ও বিশ্বাসঘাতকতা করে গিয়েছে। অতএব, রাষ্ট্র তার এই সমস্যার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি, যার মধ্যে নিরাপত্তা, সংযোগ, উন্নয়ন, অধিকার নিশ্চিত করা, উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের উপলব্ধি পরিচালনা করা জড়িত সেগুলিকে সুস্থির করে তার প্রতিক্রিয়ার ত্রুটিগুলি বন্ধ করা উচিত।

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাস্তারের প্রেক্ষাপটে সাহসী নীরজা মাধবনের এই কীর্তিকেই তুলে ধরা হয়েছে, কমিউনিস্টদের আসল রূপ অর্থাৎ সহাস্য ও সমাজকে বিভ্রম করার হিমশীতল মানসিকতা আজ স্পষ্ট হয়েছে যাতে তাদের ক্ষমতা দখলের স্বার্থই মিশে আছে, বাকি সবকিছুই ভুয়ো সর্বস্ব ছাড়া কিছুই নয়। সেই ছবি আজ অনেকটাই স্পষ্ট তাই তারা ক্রমান্বয়ে কোটি কোটি মানুষের রক্তে অভিশপ্ত হয়েছে এবং ধ্বস্ত হচ্ছে।

হোলি হ্যায়

গৌতম সরকার

ছোটবেলায় হাতে গোনা যে কটা আনন্দের উৎস ছিল, দোল উৎসব ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এই দিনটির জন্য আমরা সারাবছর চাতকের প্রতীক্ষায় থাকতাম মুলতঃ দুটো কারণে- এক, সকাল থেকে বাঁধনহারা রঙের খেলা আর দুই, বিকেলে আমাদের পাশের গ্রামের দোলের মেলা একদম ছোটবেলায় দোলের দিনে আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকতো একটা আধ লিটার জলের বোতলের সাইজের পিচকিরি আর গোলা রং; ফাইভ-সিক্সে উঠে হাতে পেলাম বড় সাইজের পাম্প পিচকারি আর তার সাথে রং ভরা বেলুন। সেই বেলুন লোকের পিঠে ফাটিয়ে পৈশাচিক আনন্দ পাওয়ার শুরু সেই বয়স থেকেই হোলির দিন সকালটা আসত সারা আকাশ আবির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে। পড়াশোনার পাট স্বাভাবিক ভাবেই ওই দিন থাকতো না। আমাদের ছোটদের ইচ্ছে করত ঘুম থেকে উঠেই রং নিয়ে খেলা শুরু করে দিই। কিন্তু সব কিছুরই একটা সময় আছে, তাই বড়রা তাদের সময়মতো আমাদের রং গুলে দিত প্রথম এক-আধ ঘন্টা আমরা ছোটরা পরস্পরের গায়ে নিরামিষ রং ছিটোতাম, তারপর বড়রা আসরে নামলে ব্যাপারটা অতটা নিরামিষ থাকতো না আমার রং গুলে দেওয়া, বেলুন ফুলিয়ে দেওয়া সব কিছুই করে দিত বড়দি, পড়াশোনার ব্যাপারে যতটা কড়াকড়ি ছিল ঠিক ততটাই উদার ছিল খেলাধুলা ও মজা-আনন্দ-বিনোদনের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই দিদির শিক্ষা ছিল- যেটা করবে ভালোবেসে আর মন দিয়ে করবে, তা সেটা পড়াই হোক বা খেলাই হোক খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই রং আর বেলুন যেত ফুরিয়ে তখন আমরা ছোটরা বড়দের কাছে বায়না করে আট আনা-একটাকা আদায় করে ছোট ছোট শিশিতে সোনালী-রূপালী রং কিনে আনতাম; সেই রং হাতে একটু নারকেল তেলের সাথে মাখিয়ে সমবয়সীদের মুখে লাগাতাম তবে বড়দের ওসব পোষাতনা, তারা ধানসেদ্ধ করা হাঁড়ির পিছনের ঝুলকালি সর্ষের তেলে মেখে লোকের মুখে লাগিয়ে সবাইকে ভূত বানাতো আর তুরিয়ানন্দে কিছু অতি উৎসাহী পুকুরের টাটকা পাঁক তুলে এনে নরক গুলজার করত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে সেসব দিন বড়ই মনোরম ছিল; পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা মিলে একসাথে খুশি বেটে নেওয়ার দিনগুলিতে অদ্ভুত একটা আনন্দ আর আত্মীয়তার পরশ পেতাম সেটা আজ এই ইঁট-কাঠের শহরে শত চেষ্টাতেও খুঁজে পাইনা।

আমাদের পাড়ায় এক অলিখিত নিয়ম ছিল, সকালে গোলা রং আর বিকেলে আবির নিয়ে খেলা, আমরা বলতাম ফাগ তাই সন্ধ্যেবেলা যখন মেলা দেখে বাড়ি ফিরতাম, তখন অস্তরাগের আবির মেখে নিজেরাও রঙিন হয়ে উঠতাম। তারপর আরেকটু বড় হবার পর (গোঁফ গজানোর পর) এ সব কিছুই তুচ্ছ, বালখিল্য, ফালতু মনে হত। কলেজে ঢোকার পর বন্ধুদের সাথে হোলির মজা স্বাভাবিক নিয়মেই অন্য মাত্রা পেয়েছিল, কলকাতার হস্টেলে থাকার সময় হোলির মজা অনেকটা ব্যয়িত হত সিদ্ধির সরবতে নতুন নতুন উপাদান মেশানোর উদ্ভাবনী শক্তির অন্বেষণে

সময় সময়ের নিয়মে বদলে গেছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে বদলে গেছে ইচ্ছে, রুচি, আর আদত ১৯৮৯ সালে হোলির সময় বাড়ির প্রয়োজনে জীবনে প্রথমবার যেতে হল আমার মামার বাড়ি বিহারের শোনপুর-হাজিপুর, ওখান থেকে মাসীর বাড়ি সিওয়ান-ছাপড়া ওখানে গিয়ে বুঝতে পড়লাম, হোলির উন্মাদনা কাকে বলে! বাঙালীর দোলের পরের দিন হয় বিহারের হোলি। যদিও ওখানকার হোলি উদযাপনের পদ্ধতি মোটেই ভালো লাগেনি, তবে ওদের আবেগ আর উন্মাদনা আমাকে মথিত করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সাল থেকে টানা সাত-আট বছর আমি হোলিতে বিহারের (অধুনা কিছু কিছু ঝাড়খন্ডের মধ্যে) বিভিন্ন জায়গায় ছুটে ছুটে গেছি- মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলা, যশিডি, দেওঘর, পরেশনাথ, তোপচাঁচি, হেসাডি, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, রাঁচি, হাজারিবাগ, নেতারহাট পলাশ, শিমুল, মহুয়ার মহল্লায় প্রকৃতির রংয়ের শতেক পিচকিরি অনবরত হোলির হল্লায় মাতিয়ে দিচ্ছে দিগ্বিদিক, সে যে বড় নয়ন ভরে দেখার, হৃদয় দিয়ে ছোঁয়ার আর আবেগ দিয়ে অনুভবের ব্যাপার। সেই রং এতটাই গাঢ় ছিল, আমাকে এত গভীরভাবে রাঙিয়ে দিয়েছিল যার হাত থেকে পঁচিশ বছর পরও আমার ছুটকারা মেলেনি তাই এতবছর পর আবার ফিরে ফিরে যেতে হয় স্মৃতির শিকড়ের সন্ধানে পলাশের লাল ফাগুন, শিমুলের রাঙা হাতছানি, মহুয়ার ডাগর নেশা একাকার হয়ে যায় ম্যাকলাস্কির বিজন পথে কিংবা রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে শিমুলতলার লাট্টু পাহাড়ের মাথায় গভীর রাত্রি সব রং শুষে নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকে নেতারহাটের ভাঙা হাটের পরিত্যক্ত ঝুপড়িতে, দূরে একঘেয়ে সুরে বেজে যায় মাদলের বোল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিএএ জুমলার ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সিএএ নিয়ে মোদিকে বিঁধলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সিএএ হল জুমলা। ওর ফাঁদে পা দেবেন না। মোদির গ্যারান্টি মানে 'জিরো' ওয়ারেন্টি। কিন্তু দিদির গ্যারান্টি মানে 'লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি'। সেই কারণে সিবিআই ও ইডিকে লাগিয়েও ওরা 'জামানত জব্দ' হওয়া আটকাতে পারবে না।'

শুক্রবার একই সঙ্গে তিনি জনসভায় উপস্থিত মানুষজনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বাড়ির টাকার জন্য কারও কাছে হাত পাততে হবে না। আগামী ছ'মাসের মধ্যে আপনাদের বাড়ির টাকার ব্যবস্থা মমতা সরকার করবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মিলে যাবে প্রথম কিস্তির টাকা।' যদিও এনিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতারা। তাঁদের দাবি, 'মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে বুঝে তৃণমূল এখন টোপ দিয়ে ভোট পেতে চাইছে।'

এদিন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে দলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ এবং বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী শর্মিলা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়ায় জনসভা করেন। কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে ঠাসা সেই জনসভায় দলের জেলা নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সিপিএম ও কংগ্রেসকে নিয়ে কোনও বাক্য না বললেও এদিন আগাগোড়াই অভিষেকের নিশানায় ছিল বিজেপি ও কেন্দ্রের সরকার।

বাংলার প্রাপ্য কেন্দ্রের বঞ্চনার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিজেপিকে বাংলা বিরোধী আখ্যা দেন। তিনি বলেন, 'নিজের বাড়ির অধিকারকে সামনে রেখে ২৪-এর লোকসভায় ভোট দেবেন। মনে রাখবেন, আগামী দিন বিজেপি শক্তিশালী হলে ওরা প্রথমেই কিষান ক্রেডিট কার্ড ও লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। মোদির গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি। কিন্তু দিদির গ্যারান্টি মানে লাইফটাইম ওয়ারেন্টি। ২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি এই প্রকল্পে অনুদানের অর্থও রাজ্য সরকার বাড়িয়েছে। কিন্তু বিজেপি 'আচ্ছে দিনের' স্বপ্ন পূরণ করেনি। উলটে স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে। রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে ডাল,তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুরই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় পরাজিত হওয়ায় কেন্দ্রের সরকার আবাস যোজনায় বাংলার ৮ হাজার কোটি টাকাও আটকে রেখেছে।'

জনগর্জন সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের লোকসভা ভোটের তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'এবারের লোকসভা ভোট শুধুমাত্র কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনের ভোট নয়। এবারের নির্বাচন বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের ভোট। এই বাংলা বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। জামানত জব্দ করতে হবে।' যে পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির জামানত জব্দ হবে, সেই অঞ্চলে তৃণমূল পরিষেবায় কোনও ত্রুটি রাখবে না বলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ভরা সভা থেকে ঘোষণা করেন।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত স্কুল সার্ভিস কমিশনের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এবার সিআইডি গ্রেপ্তার করল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শেখ সিরাজুদ্দিনকে। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। শুক্রবার তাঁকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে সিআইডি। এর আগে একই মামলায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ সিরাজুদ্দিনের স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের পর থেকে ২০২৪ এর গোড়া পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন শালডিহা কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সিরাজুদ্দিন। পদে থাকার সময় নিজে প্রভাব খাটিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়া একটি প্যানেলের ভিত্তিতে স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে স্কুল শিক্ষিকা হিসাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শেখ সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিআইডি।

অভিযোগ, তদন্ত চলাকালীন সিআইডি জানতে পারে বাতিল হয়ে যাওয়া প্যানেলের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে শেখ সিরাজুদ্দিন স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন। এরপরই গত ২১ ফেব্রুয়ারি সিআইডি গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের ভতড়া শ্রীদুর্গা বিদ্যায়তন হাইস্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষিকা জেসমিন খাতুনকে। এদিকে স্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ার আগে থেকেই নিজের আগাম জামিনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন শেখ সিরাজুদ্দিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই আবেদন আদালত নামঞ্জুর করায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন সিরাজুদ্দিন। গা ঢাকা দেওয়া অবস্থাতেই তাঁর স্বাক্ষর করা শালডিহা কলেজের একটি বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। সেই বিতর্কের মাঝেই সিআইডি বৃহস্পতিবার শেখ সিরাজুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে।

শর্মিলা সরকারকে জেতাতে তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত এলাকায় প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: রায়না এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী শর্মিলা সরকারকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে তপশিলি জাতি উপজাতিভুক্ত এলাকায় গিয়ে ভোট প্রচার করা হল। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণার ক্ষেত্রে রীতিমতো চমক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ব্রিগেডে আয়োজিত জনকর জনসভার মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। তাদের মধ্যে থেকেই লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ড. শর্মিলা সরকার। এদিন তাঁর সমর্থনেই নির্বাচনী প্রচার করা হল। তপশিলি জাতি এবং উপজাতি ভুক্ত প্রত্যেকটা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজ সাথী, কৃষক বন্ধু, বিনামূল্যে রেশন, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা সহ ১০০ দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা মানুষকে বোঝানো হয়। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা এবং সাম্প্রদায়িকতা মূলক রাজনীতির কথা ও মানুষকে জানানো হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ৪২টা আসনের মধ্যে ৪২টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। আজকের সেহারা অঞ্চলের ১৯টি সংসদে, খ্যামতা, মোগলমারি ফকিরপুর আউসাড়া উদগড়া সহ্য বিভিন্ন অঞ্চলে এদিন তপশিলি সংলাপ করা হয়।

নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চিকিৎসক দেখানোর নাম করে বেরনোর পর থেকে নিখোঁজ বিনা খাতুন নামে বছর ২৭ এর মেমারির মেয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের গৃহবধূ। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৃহবধূর পরিবারের লোকের দাবি, প্রায় ২১/২২ দিন অতিক্রান্ত মন্তেশ্বরের রাই গ্রাম থেকে বিনা খাতুন নামে এক গৃহবধূ চিকিৎসক দেখানোর নাম করে বেরিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। চিন্তায় রয়েছে গোটা পরিবার। ইতিমধ্যেই মন্তেশ্বর থানায় নিখোঁজ অভিযোগ জানানো হয়েছে।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/119/2023 **29.02.2024**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
নির্মল কুমার আগরওয়াল এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) নির্মল কুমার আগরওয়াল, পিতা প্রতাপ আগরওয়াল, এডি-২২৫, রবীন্দ্র পল্লী, কেষ্টপুর, কলকাতা, কলকাতা - ৭০০০০১
(সিডি ২) শ্রী প্রণব কুমার দত্ত পিতা নারায়ণ দাস দত্ত, মানিকপুর নবপল্লী, পো. ইটালগাছা, কলকাতা - ৭০০০৭৯

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1/2019** অনুযায়ী পরিমাণ **২১২০১১৬.৮৫ টাকা (একুশ লাখ কুড়ি হাজার একশ যোলো টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ৯.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৭.০৫.২০১৯ থেকে সমুদয় শুল্ক **২৪০০০ (চব্বিশ হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০৪.০৪.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৯.০২.২০২৪**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার, অর্থমন্ত্রক,
শিলিগুড়ি - ১

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/74/2023 **01.02.2024**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স সুনীল চৌধুরী

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স সুনীল চৌধুরী
পিতা জগন্নাথ চৌধুরী, গ্রাম : বাসুদেবপুর, পো : চনচন্দা,থানা : সামসেরগঞ্জ, পিন : ৭৪২২২৪, মুর্শিদাবাদ -৭৪২২২৪
(সিডি ২) শ্রী সুনীল চৌধুরী
পিতা জগন্নাথ চৌধুরী, গ্রাম : বাসুদেবপুর, পো : চনচন্দা,থানা : সামসেরগঞ্জ, পিন : ৭৪২২২৪, মুর্শিদাবাদ -৭৪২২২৪
(সিডি ৩) শ্রীমতি সীমা চৌধুরী
স্বামী শ্রী সুনীল চৌধুরী, গ্রাম : বাসুদেবপুর, পো : চনচন্দা,থানা : সামসেরগঞ্জ, পিন : ৭৪২২২৪, মুর্শিদাবাদ -৭৪২২২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/28/2018** অনুযায়ী পরিমাণ **৫৫৩৩৫০৮.৬৪ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ আট টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১২.৫০ শতাংশ** সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৫.০২.২০১৮** থেকে সমুদয় শুল্ক **৫৮০০০ (আটান্ন হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৭.০৩.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **০১.০২.২০২৪**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার, অর্থমন্ত্রক
শিলিগুড়ি - ১

LOSS OF CERTIFICATE

NOTICE is hereby given that Original Certificate of Registration (COR) issued by Reserve Bank of India, Kolkata of M/s Narottamka Commodities Private Limited having Registration Number B-05.06171 dated 12th February 2004 is found lost / misplaced. The report of the same has been done at Hare Street Police Station on 21.03.2024 vide G.D No 1700 and we warning the public against misutlisation of certificate by unscrupulous elements and If anyone found please return to our Registered Office: Balaji Towers, 6th FR, FL-6K, 16/1A Abdul Hamid Street, Kolkata, West Bengal, India, 700069.

For **NAROTTAMKA COMMODITIES PVT LTD**
Name: VIPUL DATTANI
Designation: DIRECTOR
DIN: 02838561

নোটিশ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখ অনুযায়ী ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ডিরেক্টর প্রয়াত শার্দুল সিং জৈন এর ০৬.১১.২০২৩ তারিখে আকস্মিক মৃত্যুর কারণে শ্রী রাঘব ভুতোরিয়া পিতা শ্রী মনোজ ভুতোরিয়া কে ঠিকানা ৯বি, আলিপুর এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৭ ভুতোরিয়া ভালভ উদ্যোগ লিমিটেডের, একটি এনবিএফসি, ৮এ,লিন্ডসে স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৮৭ এর অতিরিক্ত ডিরেক্টর ০৪.১২.২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তিন ডিরেক্টর ১) মনোজ ভুতোরিয়া, ২) রাহুল ভুতোরিয়া এবং ৩) শ্রী রাঘব ভুতোরিয়া এর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে ০৬.১১.২০২৩ তারিখে প্রয়াত শার্দুল সিং জৈন এর শূন্যস্থান পূরণ এবং কোম্পানির বর্তমান নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যাবলির বিস্তার ও সুদৃঢ়করণ।

সংশ্লিষ্ট নিয়োগের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রেডা ৬ষ্ঠতল, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

ভুতোরিয়া ভালভ উদ্যোগ লিমিটেড এর পক্ষে
তারিখ : ২২.০৩.২০২৪ মনোজ ভুতোরিয়া
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ফর্ম জি
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেডের আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ (ইন সিআইআরপি)
বিভিন্ন খাদ্যশস্য (যেমন ধান, ভুট্টা, গম) এবং শাকসবজির এইচওয়াইভি এবং হাইব্রিড পরাগায়িত বীজ গবেষণা, উৎপাদন এবং বিক্রিতে নিযুক্ত
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি রেগুলেশনস্ ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬)

বিবরণ

১.	প্যান / সিআইএন / এলএলপি নং সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড AABCB4798G U51109WB1991PLC053442
২.	নিবন্ধনকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা	হোল্ডিং নং-৪০৮ ও.বি. রোড ওয়ার্ড নং-৬, পল্লীশ্রী
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	স্থায়ী সম্পদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেখানে অবস্থিত সেই জায়গার বিবরণ	বলাইকৃষ্ণ নগর ইছাপুর, ঘুরিশা থানা, ইলামবাজার, সাব রেজিস্ট্রি বোলপুর, জেলা বীরভূম
৫.	প্রধান পণ্য/ পরিষেবাগুলির ইনস্টল ক্ষমতা	ইনস্টল করা ক্ষমতা উপলব্ধ নেই। কোম্পানির পরিচালকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ৬ বছরে ধান বীজের গড় উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ৬৮, ৮৩৮ মেট্রিক টন। কোম্পানিটি অগ্রণী কৃষি-উদ্যান উদ্যোক্তাগুলির মধ্যে একটি যা পূর্ব ভারতে প্রাথমিক ফোকাস সহ সমগ্র ভারত জুড়ে এর বিস্তার। কোম্পানিটি শুরু থেকেই বিভিন্ন ফসলের (ধান, ভুট্টা, গম ইত্যাদি সহ) উচ্চ ফলনশীল জাত এবং হাইব্রিড পরাগায়িত বীজের গবেষণা ও উন্নয়ন, ফসল সংগ্রহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রির ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে। কোম্পানিটি আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত কার্যক্রমে ছিল। কোম্পানিটি প্রধানত ধানের বীজ বিক্রি থেকে আয় করেছে। মানসম্পন্ন ফুল, ফল এবং সুগন্ধি গাছের সরবরাহের জন্য বিসিএফএল-এর একটি ছোট নার্সারি বিভাগও রয়েছে।
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাদির পরিমাণ ও মূল্য	৪০০.৪৯ কোটি টাকা
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	০
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ আরও বিশদ, পাওনাদারদের তালিকা ইউআরএল -এ পাওয়া যায় :	cirp.bcfl@gmail.com -তে ইমেইল পাঠিয়ে জানা যাবে সিডি সম্পর্কিত বিস্তারিত
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা ইউআরএল -এ পাওয়া যায়:	cirp.bcfl@gmail.com -এ একটি ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০৮.০৪.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	১৮.০৪.২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩.০৪.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৩.০৫.২০২৪
১৪.	তথ্য স্মারকলিপি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ	০৮.০৫.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭.০৬.২০২৪
১৬.	ইওআই জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়াকরণ	cirp.bcfl@gmail.com

তারিখ : ২৩.০৩.২০২৪ স্বা-
স্থান : কলকাতা শ্রী অভিষেক গুপ্তা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল (আরপি)
আরপি-এর নিবন্ধন নম্বর IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
আরপি-এর নিবন্ধিত ঠিকানা: সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯১
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেডের পক্ষে (ইন সিআইআরপি)

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সিএসসি ট্রেডিং প্রাঃ লিঃ** এবং এর **ডিরেক্টরগণ/ গ্যারান্টারগণ ১) শ্রী অশোক কুমার সিং** পিতা- মৌজি সিং, বাসস্থান- ২৭/বি, রাওল্যান্ড রোড, ফ্ল্যাট নং-১০২এ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০, **২) শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সিং** স্বামী- অশোক কুমার সিং-কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৮,৪১,০৭,৩৫৯.৪১ টাকা (আট কোটি একচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশো উনষাট টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৮,৪১,০৭,৩৫৯.৪১ টাকা (আট কোটি একচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশো উনষাট টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৭.০৮.২০২৩ তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।০৮.০৮.২০২৩ থেকে মুলতুবি।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. ফ্ল্যাট নং ১০২এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- চন্দ্রশেখর-১ নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে, যার পরিমাপ ৬৯২.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সেইসঙ্গে সমস্ত আনুপাতিক সাধারণ সুবিধাগুলি সহ যার প্রেমিসেস নং ২৭বি, রোল্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০২০-কে এমসি এর অধীন, থানা-বালিগঞ্জ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এর সীমার মধ্যে। ১৯৯২ সালের স্বত্ব দলিল নং- ৬৭৬০ অনুযায়ী শ্রী অশোক কুমার সিংয়ের নামে আছে।
২. ফ্ল্যাট নং ১০২বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- চন্দ্রশেখর-১ নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ১ম ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, যার পরিমাপ ৬৯২.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সেইসঙ্গে সমস্ত আনুপাতিক সাধারণ সুবিধাগুলি সহ যার প্রেমিসেস নং ২৭বি, রোল্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০২০-কে এমসি এর অধীন, থানা-বালিগঞ্জ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এর সীমার মধ্যে। ১৯৯২ সালের স্বত্ব দলিল নং- ৬৭৬১ অনুযায়ী শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সিংয়ের নামে আছে।

বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ২২.০৩.২০২৪, **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: কলকাতা **এসবিআই এসএআরবি-দক্ষিণবঙ্গ**

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২৮.১২.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক যা এছাড়াও ২৮.১২.২০২৩ তারিখে 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' এবং 'একদিন' নামে দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা , জামিনদার এবং ডিরেক্টরগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ২) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	১) **শ্রী শৈবাল প্রামাণিক পিতা- প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক স্বামী- শ্রী সুনীল কুমার প্রামাণিক উভয়েরই ঠিকানা -** ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর **৩৭৮৮৯৩০৫৭৮০**	**স্বত্বাধিকারী- ১) শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক, উভয়েরই ঠিকানা** - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক মোট এরিয়া ০.০৮৫৫ একর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-পরগনা, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর মৌজা -বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/৩/৪৭৮, সম্পত্তি বিভিন্ন দাগ নং নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর, আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর, চলতি সার্ভে দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০২৬৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে- নিকাশি, পূর্বে- পুরসভা রোড, পশ্চিমে- নিকাশি সমন্বিত।	ক) ২০.০৩.২০২৪ খ) ১১.০২.২০২৩ গ) ৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা **(পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার আটশত পঁচিশ টাকা মাত্র)** ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।
২.	১) **শ্রী শৈবাল প্রামাণিক পিতা- প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক (সুয়েভা এস্টেট ও বিশাল এস্টেটের স্বত্বাধিকারী)** ২) **শ্রীমতী মিঠু প্রামাণিক স্বামী- শ্রী শৈবাল প্রামাণিক, (সুয়েভা এস্টেট ও বিশাল এস্টেটের বন্ধকদাতা তথা গ্যারান্টর)** ৩) **শ্রীমতী ইভা প্রামাণিক স্বামী- প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক, (সুয়েভা এস্টেট ও বিশাল এস্টেটের গ্যারান্টর) সবারই ঠিকানা-** ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১ ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর **সুয়েভা এস্টেট:** ১১১৬১৯৫২৯৩২, ৩৯৬৮৫৯৭৩০১৭, ৪০৮৮৫৭৩৮৬৬৬ বিশাল এস্টেট: ৩৩০১৭৫০০৪০০, ৩৯১৪৬৫২৪৭০৩, ৩৯৬৮৬১০১২৪৯ ৪০৮৮২২১৯৩৬১	**স্বত্বাধিকারী: ১) শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক, উভয়েরই ঠিকানা**- ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক মোট এরিয়া ০.০৮৫৫ একর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-পরগনা, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর মৌজা -বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/৩/৪৭৮, সম্পত্তি বিভিন্ন দাগ নং নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর, আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর, চলতি সার্ভে দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০২৬৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে- নিকাশি, পূর্বে- পুরসভা রোড, পশ্চিমে- নিকাশি সমন্বিত।	ক) ২০.০৩.২০২৪ খ) ১১.০২.২০২৩ গ) ১,৩৬,৪৪,৬৭৬.৭০ টাকা **(এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)** ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ২০.০৩.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: কলকাতা **এসবিআই এসএআরবি-দক্ষিণবঙ্গ**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2024-25/LEGAL/FEB/24 **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪**
স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল/হোয়াটস অ্যাপ মাধ্যমে আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	**শ্রীমতি ছবি ঘোষ** **(ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১)** ই-১, কলাম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর দুর্গাপুর বর্ধমান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২ এবং ক্লিনি ল্যাব এসবি মোড়, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০১ **ইমেল আইডি** : chhabighosh8@ gmail. com pranasish@gmail.com **মোবাইল নং** : ৯৮৩২২৭৪১৭১	২.	**শ্রীমতি ঋষিতা নন্দী** **(সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** ফ্ল্যাট ৩বি, ৪র্থ তল, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা সন্তোষপুর, থানা : পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫ **ইমেল আইডি** : rishitanandydgp@gmail.com **মোবাইল নং** : ৯৮৮৬৭৫৭৬১০;৭০৭৬১৯৮১১৫

মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি

আমি, নিম্নস্বাক্ষরিত, অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (এখানে **"এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা"** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর অধীনে নিবন্ধিত নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি, অ্যাক্সিস হাউস, অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওয়ারলি, মুম্বাই - ৪০০০২৫-এ নিবন্ধিত অফিস। (ডাক ঠিকানা - ৮৫এ, ২য় এবং ৩য় তল, ঋষিমুখ বিল্ডিং, পাঁচকুইয়ান রোড, আর. কে. আশ্রম মার্গ মেট্রো স্টেশনের কাছে, নিউ দিল্লি - ১১০০০১) এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ এবং প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২, (এর পরে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) নিম্নরূপ :

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে নিম্নলিখিত ঋণগুলি অনুমোদন করেছে
ক আইএনআর ২৮,২০,০০০/- (আঠাশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **('ক্রেডিট সুবিধা এক')** শর্তাবলীতে ১৭.০৩.২০২২ তারিখের ঋণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে **('ঋণ চুক্তি এক')** অনুমোদন পত্র সহ পড়া হয়েছে তারিখ ১২.১১.২০২২ **('মঞ্জুরি পত্র এক')**, এএফএল এর সাথে ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং সম্পাদিত;
খ. আইএনআর ৩০,০০,০০০/- (তিরিশ লাখ টাকা) **('ক্রেডিট সুবিধা দুই')** শর্তে এবং ২২.০৯.২০২০ তারিখের ঋণ চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী **('ঋণ চুক্তি দুই')** ২২.০৯.২০২০ তারিখে অনুমোদন পত্রের সাথে পঠিত ('মঞ্জুরি পত্র দুই'), ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং কার্যকর করা হয়েছে এবং এএফএল এর সহ-ঋণগ্রহীতার সহিত;
[সুবিধা এবং নিরাপত্তা নথিগুলি সুবিধার শর্তে ক্রেডিট সুবিধার জন্য সঞ্চালিত/জমা করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তীতে চুক্তিটিকে সম্মিলিতভাবে 'লেনদেন নথি' হিসাবে উল্লেখ করা হবে]
[ক্রেডিট সুবিধা এক এবং ক্রেডিট সুবিধা দুই পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে 'ক্রেডিট সুবিধাদি' হিসাবে উল্লেখ করা হবে এই বিজ্ঞপ্তিতে]
২. আপনারা ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণ চুক্তি(গুলি) স্বাক্ষর করেছেন এবং সম্পাদন করেছেন আমি/বন্ধকদাতা এক ঋণ চুক্তি(গুলি) এবং ফলস্বরূপ, যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হয়ে উঠেছে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ক্রেডিট সুবিধা। আপনারা ঠিকানা প্রদানকারী(রা) ঋণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছেন সমান মাসিক কিস্তিতে।
[ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা পরবর্তীতে এই বিজ্ঞপ্তিতে সম্মিলিতভাবে 'ঋণগ্রহীতাগণ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে]
৩. উল্লিখিত ঋণ সুবিধার অধীনে প্রদেয় সমস্ত পরিমাণ পরিশোধের জন্য একটি নিরাপত্তা হিসাবে,ক্রেডিট সুবিধা এক এবং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি দুই সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বন্ধকদাতা এক কর্তৃক তাদের সমস্ত অধিকার, শিরোনাম, জমি/সম্পদ(গুলি) এর উপর বন্ধক এবং দায় বিশেষভাবে তফসিল এ-তে বিস্তারিত মতে সম্পাদিত।
[তফসিল এ-তে উল্লিখিত সম্পদ(গুলি) পরবর্তীতে 'সুরক্ষিত সম্পদ' হিসাবে উল্লেখ করা হবে]
ঋণগ্রহীতারা ঋণ চুক্তির (গুলি) দ্বারা, সিডিউল এ-তে উল্লিখিত সম্পদগুলি বন্ধক রেখে এএফএল -এর কাছ থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত বন্ধক দায়। সারফেসি আইনের ধারা ২ (১) জেডসি-এর অর্থের মধ্যে সিডিউল এ-তে উল্লেখিত সিকিউরিটিগুলি হল 'সুরক্ষিত সম্পদ'
৪. আপনাদের অনুরোধে ঠিকানাদাতা/ঋণগ্রহীতা, এএফএল বিভিন্ন তারিখে ঋণগ্রহীতাকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধাগুলি মঞ্জুর করেছে, যেমনটি এখানে সিডিউল বি-তে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।
৫. লেনদেন নথির শর্তাবলী অনুসারে, আপনাকে ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পরিশোধ করতে হবে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে এবং আপনাকে ঋণগ্রহীতাদেরও সুদ দিতে হবে তার উপর এবং ঋণ চুক্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তিভিত্তিক হারে অন্যান্য চার্জ এবং পরবর্তী যোগাযোগ অনুযায়ী।
৬. যাইহোক, ঋণগ্রহীতারা লেনদেন নথির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণ চুক্তির অধীনে প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এএফএল বিভিন্ন ডিফল্ট নোটিশের মাধ্যমে আপনাকে এই ধরনের ডিফল্টের ঠিকানা (গুলি)/ঋণগ্রহীতাদের জানিয়েছিল, তবে, আজ পর্যন্ত, এটি সংশোধন করা হয়নি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
৭. এই ধরনের ক্রমাগত খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে, ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে পরিণত হয়েছে ("এনপিএ") কার্যকর ০৩.০২.২০২৪ এএফএল-এর বইগুলিতে, আইআরএসি নিয়ম এবং বর্তমান নির্দেশিকা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ হবে ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক এবং সুবিধা অনুযায়ী নয়। সুতরাং, যদি গ্রাহকের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির একটিকে এনপিএ হিসাবে ঘোষণা করা হয়, এটি এনপিএ হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য সমস্ত অ্যাকাউন্টের সমতুল্য।
৮. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টগুলির শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যগুলি ছিল ০৭.০২.২০২৪ তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে এএফএল আপনাকে ঠিকানা/ঋণগ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করেছে দায়বহন রেফ. এএফএল/এনপিএ/সিও/ফেব-২৪/৩২১ ক্রেডিট সুবিধা দুই-এর জন্য।
৯. সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে, সিকিউরড ক্রেডিটরের বকেয়া ঋণ হল একটি ঋণ যার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত সুরক্ষিত সম্পদ এবং ঋণগ্রহীতা হিসাবে এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ পরিশোধে খেলাপি করেছেন লেনদেন নথির শর্তে ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা অনুযায়ী।
১০. ০৫.০২.২০২৪ তারিখে, ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বকেয়া ঋণ এবং প্রদেয় সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে ক্রেডিট সুবিধার শর্ত হল আইএনআর ২৭,০৫,৯৩১/- (সাতাশ লাখ পাঁচ হাজার নশো একত্রিশ টাকা) এখানে আরও বিশেষভাবে বিশদভাবে সিডিউল সি-তে উল্লেখ করা হয়েছে।
১১. ০৫.০২.২০২৪ তারিখে, ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সুবিধা দুই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষিত পাওনাদারকে প্রদেয় বকেয়া ঋণ হল আইএনআর ১৭,২৫,৪৫৬/- (সতের লাখ পঁচিশ হাজার চারশ ছাপান্ন টাকা) এখানে তফসিল সি-তে আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত।
১২. পূর্বোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে, সিকিউরড ক্রেডিটর ঋণগ্রহীতাদের এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছেন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এনফোর্সমেন্ট এবং এতদ্বারা আপনাকে সমস্ত ঠিকানাদাতা/ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রতি বকেয়া পরিমাণ / সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে **আইএনআর ৪৪,৩১,৩৮৭/- (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) হিসাবে ০৫.০২.২০২৪ তারিখে,** প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, কিস্তি, খরচ, চার্জ সহ এই তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক হারে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন (ষাট দিন) যা ব্যর্থ হলে সুরক্ষিত পাওনাদারকে এর প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হবে উল্লিখিত সারফেসি আইনের অধীনে আপনার আর কোনো রেফারেন্স ছাড়াই নিরাপত্তা সুদ এবং সম্পূর্ণভাবে খরচ এবং ফলাফল হিসাবে আপনার ঝুঁকি সাপেক্ষে।
১৩. এই তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইনের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুশীলন করবে
ক অধিকার সহ এখানে তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা।
খ. আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন ঠিকানার মাধ্যমে স্থানান্তরের অধিকার সহ সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়, শর্তাবলী সাপেক্ষে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪)(বি) এবং ১৫ ধারার শর্ত;
গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে; ডি যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রয়োজন, যে কোনো ব্যক্তি যিনি নিরাপদ সম্পদের যেকোনো একটি অর্জন করেছেন আপনি ঠিকানাদাতা(দের) এবং যার কাছ থেকে কোন টাকা বকেয়া আছে বা আপনার জন্য বকেয়া হতে পারে, এএফএল পরিশোধ করতে, সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় দিতে হবে।
১৪. আমি সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে আপনার একটি সুযোগ রয়েছে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সুরক্ষিত পাওনাদারকে উপরে বর্ণিত বকেয়া আদায় দিয়ে জনসাধারণের নিলাম বা উদ্ধৃতি আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যে কোনো সময়ে যায় বা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য সরকারী বা ব্যক্তিগত চুক্তি থেকে দরপত্র।
১৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে আইন, বিক্রয়, ইজারার মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল এ উল্লেখ করা হয়েছে) বা অন্যথায়, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে না। দয়া করে নোট করুন যে কোনো উল্লিখিত সারফেসি আইনের সাথে পঠিত বিধানগুলির অসম্মতি/লঙ্ঘন নিয়ম, সারফাসি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ
১৬. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিতদের অধিকারের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা সহ পাওনাদার আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে এবং/অথবা চুক্তি অনুযায়ী বা উভয়ই।
১৭. আমি এতদ্বারা প্রাসঙ্গিক লেনদেন নথির অধীনে স্পষ্টভাবে সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করি, অন্য যেকোন নথি, আইনের অধীনে বা অন্যথায়। এই নোটিশে বা আমাদের দ্বারা কোন কাজ বা নিষ্ক্রিয়তার কিছুই নেই আমাদের বর্তমানের যেকোনো একটি মুকুব, বা বাধ্যবাধকতা, হ্রাস বা অন্যথায় বিরূপ প্রভাব হিসাবে কাজ করবে সংশ্লিষ্ট লেনদেন নথির অধীনে ভবিষ্যতের অধিকার বা প্রতিকার বা আমাদের অধিকার বা প্রতিকারগুলির যেকোনো একটি আইনের অধীনে বা সাধারণভাবে, যা রয়ে গেছে এবং পূর্ণ শক্তি ও প্রভাবে অব্যাহত থাকবে।
১৮. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদিত অফিসার হিসাবে যথাযথভাবে অনুমোদিত সারফেসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে বিধিগুলি পড়ুন
১৯. এই বিজ্ঞপ্তির প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। এই নোটিশের একটি কপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য আমাদের অফিসে।

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, উত্তর দিকে 'নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট' প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫ ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।
এবং ভবন/প্লট এর চৌহদ্দি :
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫ম তল মালিকানাধীন ভবন)
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন)
উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড
দক্ষিণে : দোতলা ভবন

তপশিল বি
বিক্রির বিস্তারিত

ক্রম নং	অনুকূলে	পরিমাণ (আইএনআর)
	ঋণ সুবিধা ১	
১.	ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বিক্রি বাবদ পরিমাণ	১১,৮২৬
	টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বিক্রি বাবদ পরিমাণ -	৫,৩৬৯
২.	ইন্ডিয়াবুলস কমার্শিয়াল ক্রেডিট লিমিটেড (চেক) বাবদ :	২৫,৪৮,৬১৭
৩.	শ্রীমতি ঋষিতা নন্দী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এ/সি নং ৩৫২১৬৭৪৩০২৩ (এনইএফটি)	২,২৬,৬৯৪
৪.	প্রক্রিয়া ফি বাবদ বরাদ্দ পরিমাণ :	২৭,৩৭৬
৫.	সারসাই চার্জ বাবদ বরাদ্দ পরিমাণ :	১১৮
	ঋণ সুবিধা ২	
১.	ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বরাদ্দ পরিমাণ :	১৬,৪৯৬
২.	শ্রীমতি ঋষিতা নন্দী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এ/সি নং ৩৫২১৬৭৪৩০২৩ (চেক) :	২৯,০৪,৬৪৯
৩.	প্রসেসিং ফি বাবদ বরাদ্দ পরিমাণ :	৭০,৮০০
৪.	প্রাক ইএমআই সুদ বাবদ বরাদ্দ পরিমাণ :	৮,০৫৫

তপশিল সি
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল সীমা মঞ্জুরিপ্রদত্ত (আইএনআর)	মূল বকেয়া (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্যান্য শুল্ক (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
গৃহ ঋণ ("ঋণ সুবিধা ১")	০৪৫৬এমএমএ০০০০৪৯৭৩	২৮,২০,০০০	২৬,২০,০৬১	৭৮,৮৫০	৭,০২০	২৭,০৫,৯৩১
বন্ধকী ঋণ ("ঋণ সুবিধা ২")	০৪৫৬বিএল০০০০২৪১২	৩০,০০,০০০	১৬,৩৬,৯৫০	৭১,২২৪	১৭,২৮২	১৭,২৫,৪৫৬
					মোট বকেয়া পরিমাণ	৪৪,৩১,৩৮৭

দ্রষ্টব্য - ১২ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ এবং ১৪ শতাংশ বার্ষিক হারে ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে এএফএল দ্বারা জারি করা ঋণ সুবিধা ১ ও ঋণ সুবিধা ২ যথাক্রমে মূল বকেয়া, এবং ডিফল্ট সুদের উপর চার্জ করা হয়েছে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী।

মালদার দুই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

উত্তরে মোস্তাক আলম ও দক্ষিণে ইশাখান চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘ জল্পনার পর অবশেষে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। এবারের উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়েছেন মোস্তাক আলম। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন গনিখানের ভাইপো ইশাখান চৌধুরি। যদিও ইশাখানের বাবা আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু) দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস দলের সাংসদ পদে রয়েছেন। বয়সজনিত কারণে ডালুবাবু এবার আর নির্বাচনে দাঁড়াননি।

কংগ্রেসের হাইকমান্ডের ঘোষণা অনুযায়ী মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা হতে শুক্রবার সকাল থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন দলের কর্মী ও সমর্থকরা। শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন এবং নির্বাচনী প্রচার। এদিন সকালে গনিখান চৌধুরির মাজারে ফুল দিয়েই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন মালদার দুটি

লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী ইশাখান চৌধুরি এবং মোস্তাক আলম।

উল্লেখ্য, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মোস্তাক আলম, তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন মোস্তাক আলম। বর্তমানে তিনি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। দলের প্রতি তাঁর সক্রিয় ভূমিকা দেখে এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মোস্তাক আলমের নাম পাঠিয়েছিল জেলা নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাতে শিলমোহর দেয়। এরপরই হাইকমান্ড মোস্তাক আলমকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে। অন্যদিকে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রয়েছেন ইশাখান চৌধুরি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন ইশাখান চৌধুরি। তিনি বর্তমান কংগ্রেস দলের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু) একমাত্র পুত্র এবং গনিখান চৌধুরির ভাইপো। এদিন দলের হাই কমান্ডের প্রার্থী ঘোষণার পর রীতিমতো দেওয়াল লিখনে নেমে পড়েছেন দলের কর্মী সমর্থকেরা। দক্ষিণ এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে দুই প্রার্থী জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধির নির্দেশ অনুযায়ী তারা দলের হয়ে কাজ করবেন। আগামী দিনে বিজেপি এবং তৃণমূলকে পরাজিত করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

তৃণমূল বিজেপির মারপিটের ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের নকুন্ডা এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা যায় শুক্রবার। এদিন বিজেপি কর্মীরা গৃহসম্পর্ক কর্মসূচি করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে নিয়ে গ্রামের মধ্যে গৃহ সম্পর্ক কর্মসূচি চলছিল। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বাঁধা দেয় এবং গ্রামের মধ্যে এই কর্মসূচি করা চলবে না বলে ফতোয়া জারি করে। আর এই নিয়ে বচসা থেকে মারপিটের ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে আহত বিজেপি কর্মী বিশ্বজিৎ মালিক বলেন,কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কিল ঘুঁসি মারতে থাকে। তারপর বাঁশ লাঠি দিয়ে মারে। আমরা পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ গিয়ে আমাদের উদ্ধার করে। বিজেপির দাবি, তাদের চারজনকে বেধরক মারধর করা হয়। দু'জনকে গ্রামেতেই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। বাকি দু'জনকে গোঘাট এক নম্বর ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, এখনও পর্যন্ত গোঘাট বিধানসভায় কোনও গন্ডগোল বিজেপি করেনি। তবে বিজেপি কিন্তু হাতে চুড়ি পড়ে বসে নেই। এবার পাল্টা দেওয়া হবে। যদি পুলিশ প্রশাসন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে থানা ঘেরাও করা হবে। বিজেপি নেতৃত্বের আরও দাবি, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রাজু রানা বলেন, গোঘাটের নকুন্ডা অঞ্চলে বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান হচ্ছিল। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্য, তৃণমূল কাউকে মারধর করেনি। গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করে। গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, এটা পরিষ্কার কথা গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করেছে। এখানে তৃণমূল কিছু করেনি। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার কর্মসূচির মধ্যেই গোঘাটে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা ওই এলাকায়।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী-স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার গোপালপুরে তৃণমূল কর্মী পবিত্র বিশ্বাসকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শম্ভু দাস ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা দাস। দু'জনকে বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুরে তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃত দু'জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৬ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন মহকুমা আদালতের বিচারক। ধৃত শম্ভু দাসের দাবি, পবিত্র মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁকে মারতে যান। বাধা দিতে গিয়েই পবিত্রকে মারধর করা হয়েছে। পরে তাঁর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাতে কাঁকসার গোপালপুরে পবিত্র বিশ্বাস নামের এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠে এলাকারই বাসিন্দা শম্ভু দাসের বিরুদ্ধে। শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে থেকে পবিত্র কে গুরুত্ব আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কাঁকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার ভোরে পবিত্রর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা গোপালপুর গ্রাম। গোপালপুরে উত্তেজিত বাসিন্দারা শম্ভু দাসের বাড়ি ভাঙচুর চালান এবং তাঁর বাড়ির সামনে থাকা একটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন। ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত গোপালপুর গ্রাম।

বৃহস্পতিবার পবিত্র বিশ্বাসের মৃতদেহ শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে রেখে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ দ্রুত অভিযুদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায় গ্রামবাসী। পুলিশের আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘটনায় দু'জনকে বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় ওই দু'জন ছাড়া আর কেউ যু ছিল না বলেই দাবি করেছে ধৃত পূর্ণিমা দাস।

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন পবিত্রর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই সূত্র মারফত খবর পেয়ে কাঁকসার বাইরে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তার তদন্তে ধৃতদের পুলিশ হেপাজত চেয়ে কোর্টে পেশ করা হয়েছে।

অনলাইন প্রতারণার ফাঁদে লক্ষাধিক টাকা খোয়ানোর অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত কোলে মল্লিকাপুর গ্রামের সন্তোষ কুমার আঢ্যর একটি বেসরকারি ব্যাংক সাতগেছিয়া শাখার ব্যাংক আকাউন্ট থেকে ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১৯ টাকা গায়েব হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

তাঁর দাবি, পেশায় হার্ডওয়ার্কসের দোকানদার সন্তোষবাবু ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত টাকার আদান-প্রদান বেসরকারি ব্যাংকের ওই শাখা থেকেই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন। সন্তোষ কুমার আঢ্যর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বেসরকারি ব্যাংকের সাতগেছিয়া ব্রাঞ্চে একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট, একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও বেশ কয়েকটি ফিক্সড ডিপোজিট ছিল। গত কয়েক মাস আগে মোবাইল থেকে ফোনপে ও ইউপিআই পেমেন্টে অসুবিধা হওয়ায় বেসরকারি ব্যাংকের সাতগেছিয়া শাখায় বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে বিকল্প ফোন নম্বর চাওয়ায় তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের নম্বর দেন। এরপর সন্তোষবাবুর ফোন নম্বরে ফোন পে চালু হয়ে গেলেও ব্যাংক

ট্রানজেকশনের কোন মেসেজ আসত না। সেই মেসেজ চলে যেত তাঁর মেয়ের নম্বরে এবং ওটিপি আসত তাঁর স্ত্রীর নম্বরে। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানালে খুব শীঘ্রই তার সমাধান করে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেওয়া হয় বলে দাবি সন্তোষবাবুর।

পরবর্তীতে গত ১৩ মার্চ তাঁর স্ত্রীর নম্বরে ব্যাংক ম্যানেজারের পরিচয় দিয়ে ফোন আসে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু মেসেজ ও ওটিপি আসবে বলা হয়। সেই সময় সন্তোষ কুমার আঢ্য ওই নম্বরে কথা বলে নির্দেশ মতো কাজ করেন। বিষয়টি তাঁর কাছে সন্দেহজনক হওয়ায়, তিনি তাঁর মেয়েকে ফোন করলে জানতে পারেন যে, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কয়েক দফায় প্রায় সাত লক্ষের ওপর টাকা ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সন্তোষবাবুর। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনি বিষয়টি লিখিত আকারে মেমারি থানায় জানালে, পুলিশ বিষয়টি নিয়ে একটি এফআইআর দায়ের করে তদন্তের আশ্বাস দেয়।

প্রতারিত পরিবারের দাবি, সাতগাছিয়া শাখার ওই বন্ধন ব্যাংকের বেশ কিছু কর্মী এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত আছে। শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁরা অভিযোগ করেন, ওই ব্যাংকের কর্মচারীদের সঙ্গে অসাধু চক্রের হাত না থাকলে এমনটা করা সম্ভব নয়, তাঁরা আরও দাবি করেন, এই প্রতারণার জন্য তাঁরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মদত ছাড়া গ্রাহকের টাকা হ্যাকাররা কী ভাবে অ্যাপ থেকে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ব্যাংক ম্যানেজার তদন্তের স্বার্থে পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং তিনি দাবি করেন, কেন ওই ব্যক্তি ওটিপি শেয়ার করতে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় প্রযুক্তির প্রভাব প্রসঙ্গে এনআইটি দুর্গাপুরে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধমঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'লোকপ্রজ্ঞা'-র যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুর এনআইটি-র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল অনুভব দর্শন ১৭; জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত এবং বর্তমান স্থিতির ওপর একটি আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় ছিল 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব'।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন এনআইটি দুর্গাপুরের নির্দেশক অধ্যাপক ড. অরবিন্দ চৌবে। তিনি বলেন, 'হাজার-হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আজও যা কিছু গবেষণা হচ্ছে - ওষুধের ক্ষেত্রই হোক বা পারমাণবিক ক্ষেত্র, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত - শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই দেশ বিদেশে সেই গবেষণার কাজ এগিয়ে চলছে।'

প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্বক্ষেত্রের সম্পর্ক প্রমুখ ডা. আনন্দ পান্ডে বলেন, 'জ্ঞানী পুরুষরা এক হাতে শাস্ত্র এবং অন্য হাতে শস্ত্র ধারণ করে রাষ্ট্রের বিকাশে আত্ম নিবেদন করে থাকেন; কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতাই চরিত্রকে উন্নত করে। কার্যক্রম সমন্বয়ক অধ্যাপক পরিমল আচার্জি, নির্দেশক অধ্যাপক ড. চৌবের শৈক্ষনিক ব্যক্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্ব ক্ষেত্র সংযোজক মাননীয় অরবিন্দ দাসের সঙ্গে লোকপ্রজ্ঞার প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী হিমাংশু মাইতির উপস্থিতিতে কয়েকটি পুস্তকের লোকার্পণ করে বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য লোকপ্রজ্ঞা বিজ্ঞান প্রমুখ অধ্যাপক রাসবিহারী ভড়, লোকপ্রজ্ঞার শৈক্ষনিক প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, মাতৃশক্তি প্রমুখ সুতপা বসাক ভড়, ছাত্রশক্তি প্রমুখ শশাঙ্ক নায়েক এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত - সংযোজক শ্রী মনোরঞ্জন হাজরা, সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক অভিষেক সাহা, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত - সংযোজক শ্রীগোপাল বিশ্বাস প্রমুখ।

হাতির উপদ্রবে বিঘের পর বিঘে জমির ধান নষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ১৮টি হাতির একটি দল নষ্ট করছে বিঘার পর বিঘা জমির ধান। হাতির উপদ্রবে চাষিদের মাথায় হাত। প্রায় দশদিন ধরে জামবনি এলাকায় ধানের জমিতে তাণ্ডব চালাচ্ছে হাতির দলটি। গত ১২ মার্চ দলটি জামবনি রেঞ্জের চিচিড়া বিট এলাকায় ঢুকে পড়ে। গ্রামবাসীরা নদীর পাড়ে রাত জেগে পাহারা দিয়েও ধান রক্ষা করতে পারছেন না। হুলা পার্টি ঝাড়খণ্ড সীমানার দেব নদীর ওপারে ফুলবেড়িয়া জঙ্গল থেকে হাতির দলটিকে নদী পার করে মালবাঁধি জঙ্গলে দিয়ে এলেও ঝাড়খণ্ডের হুলা পার্টি তাদের ফের জামবনির দিকেই ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী।

ধানজমির উপর দিয়ে হাতির দলের লাগাতার যাতায়াতের ফলে মালবাঁধি, পড়শুলি সহ বিভিন্ন গ্রামের চাষিদের জমির ধান পায়ে মাড়িয়ে ও খেয়ে নষ্ট করছে বলে মালবাঁধি গ্রামবাসী ও চাষিদের অভিযোগ। তারা বলেন, হাতির অত্যাচার চলতে থাকায় আমরা সন্ধ্যা নামলেই নদীর পাড়ে রাত জেগে থাকি। জমির ধান সবে ফুটছে, যদি কিছু রক্ষা করা যায়। বিঘা প্রতি চাষে খরচ হয়েছে প্রায় দশ হাজার টাকা। প্রায় দু' বছর হল হাতির হানায় নষ্ট হওয়া ফসলের কোনও ক্ষতিপূরণ আমাদের এলাকার চাষিরা পাননি। ফলে নতুন করে আবেদন জানিয়ে কোনও লাভ নেই। ধানের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে বনবিভাগের লোকজন আসে। শুধু রিপোর্ট নিয়ে যায়। কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না।

১৯ মার্চ গভীর রাতে লালগড়ের দিক থেকে কংসাবতী নদী পেরিয়ে ২৩টি হাতির একটি দল মানিকপাড়া রেঞ্জের রামরামা জঙ্গলে প্রবেশ করে। ফলে সীমান্তবর্তী জামবনি এলাকার ফুলবেড়িয়া জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রাম এবং রামরামা জঙ্গল এলাকার গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে বন বিভাগ।

ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী বলেন, দেড়-দু' মাস আগে ঝাড়খণ্ড বনবিভাগের সঙ্গে হাতির ফ্রি মুভমেন্টের জন্য আলোচনা হয়েছিল। আমাকে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে হাতির দলটিকে ঝাড়খণ্ডের বনবিভাগের থেকে আটক করা হচ্ছে, নাকি সাধারণ গ্রামবাসীরা আটক করছেন। কেন না বনবিভাগ থেকে আটক করার কথা নয়, যে সমস্ত চাষিরা দু'-আড়াই বছর ক্ষতিপূরণ পাননি বলে অভিযোগ করছেন তাঁরা আলাদা করে আমাদের কাছে আবেদন জানালে তাঁদের বিষয়টি কোন জায়গায় আটকে আছে তা আমরা খতিয়ে দেখে বলতে পারব। চাষিদের ক্ষতিপূরণের টাকা আটকে থাকার কথা নয়।

মানুষই আমায় পার করে দেবে : জুন মালিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিরোধীদের কথা ভাবছি না, আমাদের পাশে মানুষ রয়েছে, মানুষই পার করে দেবে আমায়। নারায়ণগড়ে ভোট প্রচারে গিয়ে বললেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। শুক্রবার নারায়ণগড় বিধানসভা এলাকার একাধিক আদিবাসী গ্রামে প্রচারে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর কুশবাসনে কর্মিসভা করেন। বাখরাবাদ অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে যান। দ্বিতীয়ার্ধে নারায়ণগড়ের নারমাতে জনসভা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট। জুন মালিয়া প্রতিদিন একটি করে বিধানসভা এলাকায় প্রচার চালাচ্ছেন। অভিনেত্রী হিসেবে নয়, একজন প্রার্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরার পাশাপাশি দলনেত্রীকে 'বাংলার বাঘিনী' উল্লেখ করে বিজেপিকে বিঁধেছেন 'বহিরাগত' বলে। কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে চেপে গ্রামের কাদা রাস্তা পেরিয়ে জনসংযোগ সারছেন জুন। নেত্রীকে দেখতে মহিলারা ভিড় করছেন, সেলফিও তুলছেন।

আইএসএফ ও বামেদের একসঙ্গে লড়ার বার্তা সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরে আইএসএফ ও বামেদের একসঙ্গে লড়ার বার্তা দিলেন সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। বললেন, 'আমাদের লড়াই তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে। তাই সেখানে যে কোনও দল আসতে পারে। কংগ্রেস আইএসএফ যে কেউ।'

শুক্রবার চাঁপদানি বিধানসভার অ্যাঙ্গাস জুটমিলের শ্রমিক মহল্লায় শ্রমিকদের কর্মিসভা করেন শ্রীরামপুরের বাম সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তারপর সেখান থেকেই প্রচারের উদ্দেশ্যে মিছিল করেন সিপিআইএম প্রার্থী। শ্রমিক মহল্লা, তারপর বৈদ্যবাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করেন দীপ্সিতা।

শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমি চাঁপদানিতে প্রচারের আগে আমার পরিবারের কাছে এসেছি। আমার বাবা কারখানার শ্রমিক ছিলেন, তাই শ্রমিকরা আমার পরিবার বলে মনে করি। আপনারা জানেন জুটমিলগুলো মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক কোয়ার্টারগুলো ভেঙে পড়ছে। তাঁদের সম্পর্কেই সরকার উদাসীন।' রাজ্যে চাকরির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভোটের আগে এক কোটি চাকরি, দু' কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোট মিটলে শ্রমিকদের দিকে তাকায় না।' দীপ্সিতা বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন বাতিল করে, তাঁদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মালিকরা নিজেদের পুঁজি ভরছে। দুই সরকার শ্রমিক বিরোধী।' আইএসএফ শ্রীরামপুরে প্রার্থী দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব আলোচনা করছেন। শ্রীরামপুরের বুকে এক সঙ্গে লড়াই হবে। এই আশা করছি।'

সারনা ধর্মের দাবিতে ভোট বয়কটের হুমকি আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: লোকসভা ভোটের মুখে সারনা ধর্মের দাবিতে ভোট বয়কটের হুমকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এই ঘটনায় স্বভাবতই অস্বস্তিতে পড়তে চলেছে রাজ্য রাজনৈতিক দলগুলো। সারনা ধর্মের দাবিতে বর্ধমান কার্জন গেটের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হল শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ বর্ধমান জেলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিন তাঁরা বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত মিছিল করে আসেন এবং কার্জন গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ আন্দোলন করেন। এদিনের ধরনা মঞ্চে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন যে ফ্লেক্সটি ব্যবহার করেছেন, তাতে জ্বলজ্বল করে লেখা আছে, 'সারনা ধর্মের কোর্ড দাও আদিবাসীদের ভোট নাও'। এদিন তাঁরা বলেন, 'আদিবাসীরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান না। আদিবাসীরা ভগবান ধর্মেশ, সিংবোঙ্গা, হিল্লা মারাংবুরুর উপাসনা যাঁরা করেন, তাঁরাই সারনা ধর্মাবলম্বী।' তাঁরা আরও বলেন, 'আগামী বছরের জনগণনায় যাতে পৃথক সারনা ধর্ম উল্লেখ করার সুযোগ থাকে, সেটাই চাইছে এই আদিবাসী সমাজ।'

আলু চাষে ঋণ মুকুবের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলু চাষে ঋণ মুকুবের দাবি নিয়ে এবার পথ অবরোধ করলেন এলাকার চাষিরা। সমবায় সমিতির সামনে চাষিদের বিক্ষোভে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের জয়কৃষ্ণপুরে। জানা গিয়েছে, এবারও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই এলাকা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের চাষিরা জয়কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে চাষিরা আলু চাষ করেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির ফলে সমস্ত আলুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ঋণ মুকুবের দাবিতে আরামবাগ-বালি দেওয়ানগঞ্জ রাস্তার জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় চাষিরা পথ অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কৃষি ঋণ মুকুব করতে হবে।

এই বিষয়ে আলু চাষি জিতেন পালুইয়ের দাবি, 'গোঘাটের ধুলেপুর, জয়কৃষ্ণপুর অমরপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আলু চাষ করার আগে শতকরা পাঁচ টাকা করে শস্য বিমার জন্য কাটা হয়েছিল। আমরা বহু টাকা ঋণ নিয়ে আলু চাষ করি। বৃষ্টির জলের কারণে আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ মুকুবের দাবি জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি।' অপরদিকে শম্ভুনাথ রায় নামে একটা আলু চাষি বলেন, 'সমস্ত জমির আলুই পচে গিয়েছে। ৯০ থেকে ৮০ শতাশ আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আলুর জন্য ইন্সুরেন্স করা আছে। কিন্তু এখনও কোনও ক্ষতিপূরণ পাইনি। তদন্ত করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক চাষিদের। এই জন্যই পথঅবোরধ চলছে।' অন্যদিকে ওই সমবায় সমিতির ম্যানেজার পিন্টুবাবুর দাবি, 'চাষিদের জমিতে ইন্সুরেন্স কোম্পানির লোকজন সরজমিনের খতিয়ে দেখে গিয়েছেন। রিপোর্ট তৈরি করে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আলোচনা চলছে। বিডিওকেও বিস্তারিত জানানো হবে। শস্যবিমার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি। আশা করি চাষিরা ক্ষতিপূরণ পাবেন।' খবর পেয়ে এলাকায় আসে গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে শেষমেশ তাঁরা তাঁদের অবরোধ তুলে নেন।

লক্ষ্মীর ঘট হাতে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের হয়ে প্রচারে মৌসম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিরোধীদের গুঞ্জনকে তুড়ি মেরে লক্ষ্মীর ঘট হাতে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে ময়দানে নামলেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা গনিখান চৌধুরীর ভাগ্নি মৌসম নুর। প্রচারে নেমে তিনি হুমকি দিলেন 'বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও'। আর মৌসম নুরকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। শুক্রবার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে যোগ দেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের দলীয় সভাপতি প্রতিভা সিংহ সহ অন্যান্যরা। এদিন মানুষের কাছে হাতজোড় করে এবং মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে সামনে রেখেই প্রার্থীর হয়ে ভোট চান সাংসদ মৌসুম নুর। এদিন সঙ্গে নিয়েছিলেন টাকা রাখার লক্ষ্মীর সেই মাটির ঘট। লক্ষ্মী ভাণ্ডারকে সামনে রেখেই এদিন সাধারণ মানুষের কাছেই তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে ভোট চান সাংসদ মৌসম নুর।

নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকেই সাংসদ মৌসম নুর বলেন, দলযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে বলে আজকে আমি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। একসময় আমি দলের জেলা সভাপতির পদও সামলিয়েছি। ফলে দলের প্রতি কোনও অভিমান আমার নেই। এটা সম্পূর্ণ বিরোধী দল বিজেপির চক্রান্ত।

এদিন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারের মধ্যেই সাংসদ মৌসম বলেন, আমরা চাই না ভোট কাটাকাটির জেরে বিজেপি ফায়দা নিক। যেটা গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হয়েছিল। উত্তর মালদা থেকে আমি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলাম। আর আমার পরিবার থেকেই কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়েছিল ইশাখান চৌধুরি। সেই সময় ভোট কাটাকাটির জেরে লাভ করেছিল বিজেপি। এবার ভেবেছিলাম দক্ষিণ মালদায় যখন ইশা প্রার্থী হচ্ছে, তখন হয়তো দল আমাকে উত্তর মালদার প্রার্থী করতে পারে। কিন্তু সেটা হয়নি। এটা দলের সিদ্ধান্ত, আমি মেনে নিয়েছি। আমি একজন তৃণমূলের সৈনিক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হয়ে কাজ করছি। এখন দলীয় দুই প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য নির্বাচনী প্রচারে নেমেছি। আমার অনুগামীদের বুঝিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন আমাদের কাছে শেষ কথা। প্রার্থী যেই হোক না কেন সবাইকে ধরে নিতে হবে তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জি সব কেন্দ্রের প্রার্থী।

অন্যদিকে চাঁচল মহকুমার রতুয়া এবং পুখুরিয়া এলাকায় এদিন মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। তিনিও এদিন বিভিন্ন এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে দলের হয়ে ভোট চান।

শরিক হতে প্রস্তাব বিজেপির, ফেরাল নবীনের দল বিজেডি

ভুবনেশ্বর, ২২ মার্চ: বিজেডির সঙ্গে হাত মেলাতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ওড়িশার নবীন পট্টনায়েকের দল।

ফলে বিহারে সফল হলেও, বিজেপিকে ধাক্কা খেতে হল ওড়িশায়। এ রাজ্যে বড় দল কে হবে, সেই শরিকি জটিলতায় থমকে রয়েছে বিজেডি-বিজেপি জোট। নবীন পট্টনায়েকের দলের বক্তব্য, বিহারে নীতীশ কুমার সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে বিজেপির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তুলনায় নবীন পট্টনায়েক একার জোরে সরকার চালাচ্ছেন। তাই এই মুহূর্তে বিজেডির কোনও শরিকের প্রয়োজন নেই। বিজেডি প্রয়োজনে নিজের শর্তে কারও সঙ্গে হাত মেলাবে। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইলেও রাজ্য বিজেপি আসন রফা হলে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে করছে না।

ওড়িশার ২১টি লোকসভার মধ্যে ১৩-১৪টি আসন এবং একই সঙ্গে হওয়া ১৪৭টি বধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৫৭টি আসনে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বিজেপি। বর্তমানে ওই রাজ্যে বিজেপির আট সাংসদ ও ২৩ জন বিধায়ক রয়েছেন। সেখানে লোকসভায় বিজেডির আসন সংখ্যা ১২। বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা ১১২। ফলে সংখ্যার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে নবীন পট্টনায়েকের দল। বিজেডি নেতৃত্ব আসন সমঝোতা সংক্রান্ত আলোচনায় লোকসভায় বিজেপিকে আটটি ও বিধানসভায় ৩০টির বেশি আসন ছাড়তে রাজি নয়। যে সমীকরণ কোনও ভাবেই পছন্দ নয় বিজেপির।

তা ছাড়া রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ওড়িশায় একা চলার পক্ষপাতী। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি রাজ্যে দলকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছে। ফলে ক্রমশ ভোট বেড়েছে দলের। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন, এ যাত্রায় দল একা লড়লে লোকসভায় ১০- ১২টি ও বিধানসভায় ৬০-এর কাছাকাছি আসন পেয়ে যেতে পারে। তুলনায় জোট করা হলে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়বে। প্রত্যাশিত ফল না-ও হতে পারে।

বিজেপির প্রস্তাবে দলের রাজনৈতিক ভাবে বিশেষ কোনও লাভ দেখছেন না বিজেডি নেতৃত্ব। তাই জোটের আলোচনা শুরু করেও তা থমকে গিয়েছে। বিজেডি নেতা ভি কে পান্ডিয়ান বলেন, 'ওড়িশায় সরকার গড়তে আমাদের যেমন বিজেপিকে দরকার নেই, তেমনই কেন্দ্রে সরকার গড়তে বিজেপিকে আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। একমাত্র দু'দলের দুই রাষ্ট্রনায়ক রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে বন্ধুত্বকে মাথায় রেখে জোট করার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

অন্য দিকে কংগ্রেসের মতে, দু'দলের মধ্যে আসন সমঝোতা প্রায় পাকা। কিন্তু আসন সমঝোতা এখন প্রকাশ্যে এসে গেলে দু'দলের বিক্ষুব্ধ নেতারা জোট ছেড়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলে যোগ দেবেন। কংগ্রেসের দাবি, তাই ভাঙন ঠেকাতেই দু'দল জোট নিয়ে এখনই কোনও ঘোষণা করতে চাইছে না।

বিহারে নীতীশ কুমারের সঙ্গে আসনের দর কষাকষিতে বেশি আসন ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। একই সমীকরণ মেনে ওড়িশাতেও মর্যাদা চেয়েছিল বিজেপি। তবে তা মানতে রাজি দিয়েছে নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডি।

বিআরএস নেত্রী কে কবিতার জামিনের আবেদন গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: আবগারি মামলায় ইডির গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন বিআরএস নেত্রী কে কবিতা। ইডির বিরুদ্ধে বেআইনি গ্রেপ্তারির অভিযোগে জামিনের মামলা শুক্রবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যাকে নিম্ন আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বিশেষ বেঞ্চ।

শুক্রবার কবিতার আবেদন গ্রহণ না করে আদালতের তরফে বলা হয়েছে, তিনি রাজনৈতিক নেত্রী বলে এভাবে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন না। কবিতাকে অবশ্যই নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাঁর জন্য কোনও নিয়ম ভাঙা যাবে না। পাশাপাশি জানানো হয়, জামিনের আবেদন নিয়ে তিনি যেন নিম্ন আদালতে যান। আদালতে আবেদন গ্রাহ্য না হওয়ায় বেশ চাপে বিআরএস নেত্রী।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কন্যার যোগ পেয়ে তদন্তে নামে ইডি। গত ১৫ মার্চ কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয় কবিতাকে। ইডির দাবি অনুযায়ী, মণীশ সিসোদিয়ার ঘনিষ্ঠ অমিত আরোরাকে গ্রেপ্তারের পর এই মামলায় যোগ পাওয়া যায় কবিতার। তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ আবগারি নীতির পরিবর্তন করে দক্ষিণ ভারতে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেয় তার ৬৫ শতাংশের মালিক এই কবিতা। এই দুর্নীতির ষড়যন্ত্রে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনিও। সুবিধা পেতে আপ নেতাদের ১০০ কোটি টাকা তিনি দেন বলে অভিযোগ ইডির। এদিকে আবগারি দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

পদত্যাগ করলেন আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকর

আয়ারল্যান্ড, ২২ মার্চ: পদত্যাগ করলেন আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকর! গত বুধবার ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতেই দেশজুড়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। এমন কোন কারণ রয়েছে যার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন? প্রশ্ন ওঠে সর্বত্র। যার উত্তরে ভারাদকর জানান, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা তাঁর আর নেই।

পিটিআই সূত্রে খবর, বুধবার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও তাঁর দল ফাইন গেইলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন ভারাদকর। তার পর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের সরকারি ভবন থেকে বিবৃতি প্রকাশ করেন তিনি। সেখান এক বক্তৃতায় ভারাদকর বলেন, 'আমি আজ আমার কার্যকরী সভাপতি ও নেতার পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আমার উত্তরসূরি এলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিশুক পদ থেকেও ইস্তফা দিয়ে দেব। আমি জানি কখন ব্যাটন অন্য কারও হাতে তুলে দিতে হয়। আর সেই সময় এসে গিয়েছে।' ভারাদকরের বিশ্বাস, আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাঁর থেকেও ভালো কেউ আসবেন যিনি ফাইন গেইলের হয়ে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করবেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীকে টিশুক নামে ডাকা হয় সেদেশে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পিওএইচ,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** এমআর-৩০০ সিরিজ এসি রেকের ১০০টি আরএমপিইউ-এর রিহ্যাবিলিটেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩,৭২,০৮,৫৯০ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩,৩৬,১০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬১

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

উত্তর ইউরোপের বৃহত্তম শিক্ষাগোষ্ঠী ডিবেবর প্রি-স্কুল খুলল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: ডিব্বের, উত্তর ইউরোপের বৃহত্তম এক শিক্ষা গোষ্ঠী। যাঁদের ১০টি দেশে ৬০০ টিরও বেশি প্রি-স্কুল রয়েছে। উত্তর ইউরোপের এই শিক্ষা গোষ্ঠী, এখন নতুন দিল্লিতে তাদের প্রথম প্রি-স্কুল খুলল। এর আগে তারা প্রি-স্কুল খুলেছিল বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুনেতে। ডিব্বার-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক বছরের মধ্যে এটি সপ্তম ডিব্বার সেন্টার।

এই গ্রুপটির ২০২৪ এর শেষ নাগাদ ভারত জুড়ে আরও ৪০টি এমন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। নয়াদিল্লির গ্রেটার কৈলাসে, ডিব্বেরের প্রি-স্কুলটি উদ্বোধন করেন ভারতে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলিন স্টেনার, ডিব্বের স্কুল ইন্ডিয়ার সিইও মারভিন ডিসুজা এবং ডিব্বের গ্লোবেলের চিফ গ্রোথ অফিসার পল ওডেগার্ড।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ভারতে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলিন স্টেনার বলেন, 'আমি এটা দেখে আনন্দিত যে, ২০২৩ সালে ভারতে প্রবেশকারী নরওয়েজিয়ান ব্যবসায়িক সংস্থা ডিব্বের এখানে উন্নতি লাভ করছে, যা অন্যান্য নরওয়েজিয়ান ব্যবসার জন্য ভারতের মতো একটি দেশকে ব্যবসার জন্য খুঁজে পেয়েছে। ডিব্বেরের ইতিমধ্যে ভারতে ৭টি কেন্দ্র আছে। আমি আশা করছি আরও বেশ কিছু কেন্দ্র ভারতে তৈরি হবে বলেও আশা রাখছি।' একইসঙ্গে এও জানান, 'আপনারা অনেকেই জানেন যে, নরওয়ে, ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সমিতির অংশ হিসাবে, সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা আরও নরওয়েজিয়ানদের ব্যবসার জন্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে। সুতরাং, আমরা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে আরও বৃহত্তর এবং শক্তিশালী ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রত্যাশা করছি।'

উত্তরপ্রদেশের ২০০৪ সালের মাদ্রাসা বোর্ড আইন 'অসাংবিধানিক': এলাহাবাদ হাই কোর্ট

লখনউ, ২২ মার্চ: উত্তরপ্রদেশের ২০০৪ সালের মাদ্রাসা বোর্ড আইন 'অসাংবিধানিক'। এমনই রায় দিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতের লখনউ বেঞ্চ জানিয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে লঙ্ঘন করছে ওই আইন। বিচারপতি বিবেক চৌধুরী ও বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর বেঞ্চের নির্দেশ, এখন যে পড়ুয়ারা মাদ্রাসায় পাঠরত তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত করার।

আগেই উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পঠন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। সেইমতো গত বছরের অক্টোবরে গঠন করা হয় সিট। এবার এলাহাবাদ হাই কোর্টের এই রায়ের ফলে সমস্ত মাদ্রাসার সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহারের আগেই আটকে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ওই মাদ্রাসাগুলিকে ধ্বংসও করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত,

অংশুমান সিং রাঠোর নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা মামলায় এই রায় দিয়েছে হাই কোর্ট। উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসা বোর্ডের সাংবিধানিকতার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। আপত্তি জানান সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্ত মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি নিয়েও। অবশেষে শুক্রবার এই রায় দিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। বলে রাখা ভালো, দুসপ্তাহ আগেই উত্তরপ্রদেশে ১৩ হাজার মাদ্রাসা বন্ধের সুপারিশ করল বিশেষ তদন্তকারী দল । সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেই আর্থিক তছরুপ এবং বিদেশি মুদ্রা অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছিল তখনই।

শিকাগো শহর থেকে শুরু হচ্ছে রথযাত্রা, আয়োজনে আমেরিকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ: ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দির স্থাপনের দাবি নিয়ে রথযাত্রা করেছিলেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি সেই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। এবার আরও এক রাম মন্দির রথযাত্রা শুরু হতে চলেছে। তবে, এবারের যাত্রা আর ভারতে নয়, হবে আমেরিকার বুকে। আগামী সোমবার আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে শুরু হচ্ছে এই যাত্রা। আমেরিকার ৪৮টি রাজ্যের ৮৫১টি মন্দিরে ভ্রমণ করবে এই যাত্রা। ৬০ দিনে পাড়ি দেবে ৮ হাজার মাইলেরও বেশি পথ। এই রথযাত্রার আয়োজন করছে আমেরিকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ । কানাডাতেও যাবে এই যাত্রা। সেখানকার রথযাত্রার পরিচালনা করবে কানাডার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।ভিএইচপিএ জানিয়েছে, একটি টয়োটা সিয়েনা ভ্যানের উপরে তৈরি করা হয়েছে এই রথ। রথে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানের মূর্তি থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে এক বিশেষ আকর্ষণ , অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে আনা বিশেষ প্রসাদ এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ব্যবহার হওয়া কলশ। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ মিত্তল বলেছেন, 'রাম মন্দিরের উদ্বোধনের ফলে, সারা বিশ্বের ১৫০ কোটিও বেশি হিন্দুদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছে। এর ফলে এক নতুন শক্তি, এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। ২৫ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো থেকে দেশব্যাপী রথযাত্রা শুরু হবে। ৮ হাজার মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করবে এই যাত্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮৫১টি মন্দির এবং কানাডার প্রায় ১৫০টি মন্দিরে ভ্রমণ করবে এই যাত্রা।'

এই রথযাত্রা, আমেরিকাবাসী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এবং হিন্দু নীতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সুযোগ বলে মনে করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু মন্দিরগুলির শীর্ষস্থানীয় সংস্থা, 'হিন্দু মন্দির এমপাওয়ারমেন্ট কাউন্সিল'। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তেজল শাহ বলেছেন, তএই রথযাত্রার উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, শিক্ষিত করা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষমতায়িত করা। আমাদের জন্য, বিশেষ করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সারা বিশ্বে হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং সারা বিশ্বে হিন্দু ধর্মকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।দপ্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম হিন্দু সম্প্রদায় এই ধরনের কোনও যাত্রার আয়োজন করছে। আয়োজকরা জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল, হনুমান জয়ন্তীর শুভ দিনে এই যাত্রা শেষ হবে। শেষ গন্তব্য হবে, ইলিনয় প্রদেশের সুগার গ্রোভে। রথযাত্রায় শুধু আমেরিকার বড় হিন্দু মন্দিরগুলিই নয়, ছোট ছোট মন্দিরগুলিকেও উদযাপন করবেন আয়োজকরা। জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল আমেরিকার যে হিন্দু মন্দিরগুলি, তার প্রত্যেকটিতে যাবে এই রথযাত্রা। রাম মন্দিরের উদ্বোধনে অংশ নেওয়ায় তাদের বিশেষ শংসাপত্র দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। রামলালার প্রতিকৃতি দেওয়া হবে তাদের।

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সর্বভারতীয় হিন্দি সেমিনার

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের উদ্যোগে 'ভবিষ্যত ব্যাঙ্কিং'-এর উপর একটি সর্বভারতীয় হিন্দি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরকারি ভাষা বিভাগের সচিব আনশুলি আর্য, আইএএস। ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের নির্বাহী পরিচালক আশিস পাণ্ডে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও জেনারেল ম্যানেজার চিত্রা দাতার, জেনারেল ম্যানেজার, এইচআরএম এবং রাজভাষা কে. রাজেশ কুমার, জোনাল ম্যানেজার, দিল্লি জোন হরি শঙ্কর ভাট, এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (রাজভাষা)ড. রাজেন্দ্র শ্রীবাস্তব এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র বিশিষ্টজনেরা এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/09/ED/AE,B-II/ P.E. 2024/ACE-170/AMF works/ 2023-24, Date: 23.03.2024
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. The work is election related and emergant in nature. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **27.03.2024 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **05.04.2024 at 06:00 PM.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/১১, তারিখ ২২.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃরেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; খোলার নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; ইএমডি পরিমাণ** যথাক্রমেঃ **(১) এইচবি২৪৫৫০১;** ১২.০৪.২০২৪; ইঞ্জেকশন সেফটাজিমাইড ২ গ্রাম + অ্যাভিব্যাক্টাম ০.৫ মিগ্রা ভায়াল প্যাকিংয়ে। প্রোডাক্টটি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত তালিকায় থাকতে হবে; ১৮৬০ ভায়াল; ১,১৯,২৪০ টাকা। **(২) এইচবি২৪৫৫১২;** ১০.০৪.২০২৪; ইঞ্জেকশন ফেরিক কার্বোক্সি মল্টোজ ৫০০ মিগ্রা ভায়াল/অ্যাম্প প্যাকিংয়ে। প্রোডাক্টটি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত তালিকায় থাকতে হবে; ২০৭০ ভায়াল/অ্যাম্প; ৫৭,৯৬০ টাকা। **(৩) আইএফ২৪৫২৪০;** ১৫.০৪.২০২৪; ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশার কাম এক্সট্র্যাক্টর সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ০২টি; ৯৮,০৬০ টাকা। **(৪) আইএফ২৪৫২৪৬;** ১৫.০৪.২০২৪; নন-আইবিআর স্টিম বয়লার সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ০১টি; ৬৬,০৮০ টাকা। **(৫) ৪৫২২৫০০৪বি;** ১৬.০৪.২০২৪; ৫০০ কেভিএ ইত্যাদির ডিজি সেট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ; ০১ সেট; ৬৫,৩২০ টাকা। **(৬) ৪৫২৩৩১৬০এ;** ১৬.০৪.২০২৪; ডিসকানেক্টিং অ্যান্ড আর্দিং ডিভাইস, ৮ পোল ২ ওয়ে, উইদাউট অফ, অন লোড ১২৫এ অ্যাট ১০০০ভি এসি, ২এনও + ২এনসি ইত্যাদি; ৮০টি; ৫৫,৭৫০ টাকা। **(৭) আইএফ২৪৫২৫৭;** ১৭.০৪.২০২৪; ডাবল অ্যাক্টিং অটোমেটিক স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার অ্যান্ড হ্যান্ড ব্রেক কেব্‌ল সহ ১১ ইঞ্চি মাপের ব্রেক সিলিন্ডার; ৬৪টি; ৬৪,১৯০ টাকা। **(৮) আইএইচ২৪৫০০১এ;** ১৫.০৪.২০২৪; লিনেন ক্যালেন্ডারিং ইত্যাদির জন্য ফ্ল্যাট ওয়ার্ক আয়রনার সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ; ০১ সেট; ৭৬,২৪০ টাকা। **(৯) ৫৬২৩১৬৮৪এ;** ১৭.০৪.২০২৪; হার্ড রাবার কন্টেনার বা পিপিসিপি সহ ২ভি ২০০এএইচ লো মেন্টেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি; ১৯৩০টি; ২,২৯,৫০০ টাকা। **(১০) এডি২৪১২৭১;** ১০.০৪.২০২৪; এলএইচবি কোচগুলির জন্য বাইট টাইপ ফিটিংস-এর সেট; ৪০ সেট; ৮৮,৬২০ টাকা। **(১১) ৫৬২৪৫০১৭;** ২০.০৪.২০২৪; হার্ড রাবার কন্টেনার বা পিপিসিপি সহ ২ভি ৩০০এএইচ লো মেন্টেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি সরবরাহের জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট; ২৫৮০টি; ৪,৪৮,৯৩০ টাকা। **(১২) এইচবি২৩৬২৪৮বি;** ১৫.০৪.২০২৪; (১) জিআর. ১, সিঙ্গল চেম্বার রেট রেসপন্সিভ মাল্টি প্রোগ্রামেবল এমআরআই কম্প্যাটিব্‌ল পেসমেকার ইত্যাদি, (২) জিআর. ২, ডুয়েল চেম্বার রেট রেসপন্সিভ মাল্টি প্রোগ্রামেব্‌ল এমআরআই কম্প্যাটিব্‌ল পেসমেকার ডিডিডিআর ইত্যাদি, (৩) জিআর. ৩, সিঙ্গল চেম্বার ইমপ্ল্যান্টেব্‌ল কার্ডিওভার্টার ডিফাইব্রিলেটর তৎসহ অ্যাক্সেসরিজ টাইপ - আইসিডি, (৪) জিআর. ৪, কার্ডিয়াক রিসিনক্রোনাইজেশন থেরাপি ডিভাইস টাইপ - সিআরটিডি; (১) ৫০টি, (২) ১০টি, (৩) ০৩টি, (৪) ০২টি; ১,২৯,০৩০ টাকা। **(১৩) ২৯২৩৩২০৬এ;** ০৮.০৪.২০২৪; ৩-ফেজ লোকোর জন্য এইচবিআই টাইপ এস-১৬৩-এর কন্ট্যাক্টর অক্সিলিয়ারিসমূহের অক্সিলিয়ারি কন্ট্যাক্টর; ১৫১টি; ৯১,৯৭০ টাকা। **(১৪) ২৫২৩১২০৭;** ০৮.০৪.২০২৪; ইন্টার কুলার এবং অ্যাফ্টার কুলারের সেট; ৭২ সেট; ৬৪,৬০০ টাকা। **(১৫) ১৭২৩১১৩৬;** ১৮.০৪.২০২৪; এলিমেন্ট - ফিল্টার (ইএমডি লোকোর জন্য) (সেকেন্ডারি ইং এয়ার ফিল্টার); ১৩৪৪টি; ৩,২১,৬৭০ টাকা। **(১৬) ২৯২৩৩৩০৬বি;** ২৯.০৪.২০২৪; সেশেরন কন্ট্যাক্টর-এর জন্য এওএইচ/আইওএইচ/বিপিএস গ্যাসকেট ওভারহলিং কিট; ৬৫৫ সেট; ২,৩১,০০০ টাকা। **(১৭) ২৯২৩৫০১০এ;** ০২.০৫.২০২৪; ওএফএফ লোকো টেস্ট কিট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ; ০২টি; ১,১৯,৭৪০ টাকা। **(১৮) এইচবি২৪৫৫১০;** ১৬.০৪.২০২৪; ইঞ্জেকশন ইনসুলিন ডিগ্লুডি আইইউ ১০০/মিলি, ৩ মিলি ফেক্সটাচ। প্রোডাক্টটি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত প্রোডাক্টের তালিকাতে থাকতে হবে; ৩৮৭২ ফ্লেক্সটাচ, ১,২৬,৩৩০ টাকা। **(১৯) ৩৩২৪৩০৪৪;** ০৯.০৪.২০২৪; বিভিন্ন ধরনের স্প্রিং আইটেম; টেন্ডার অনুযায়ী; ২,৬৪,৮৮০ টাকা। **(২০) ৩০২৪৩৫৫০;** ২৬.০৪.২০২৪; লোয়ার স্প্রিং বিম অ্যারেঞ্জমেন্ট; ৫৯৯টি; ১,১৭,৩৩০ টাকা। **(২১) ৩০২৪৩৪৮৩;** ২৬.০৪.২০২৪; লোয়ার স্প্রিং বিমের জন্য ইক্যোয়ালাইজিং স্টে (ফোর্জড্ টাইপ) (বুশ ছাড়া); ৩৫৭৫টি; ১,২৩,১৮০ টাকা। **(২২) ৮০২৪৫০০১;** ০২.০৫.২০২৪; (১) গ্রিজ সিন্থেটিক এনএলজিআই ২, হাই টেম্পারেচার, হাই প্রেশার, গ্রেড/প্রোডাক্ট ঃ মোবিলিথ এসএইচসি ২২০, (২) গ্রিজ, এনএলজিআই ২, মাল্টিপারপাস, গ্রেড/প্রোডাক্ট ঃ মোবিটেম্প এসএইচসি ৩২, (৩) ল্যুব্রিক্যান্ট সিন্থেটিক গিয়ার, আইএসও ২২০, গ্রেড/প্রোডাক্ট ঃ মোবিল এসএইচসি গিয়ার ২২০; (১) ৪৮ কেজি, (২) ২০০৩.৪ কেজি, (৩) ৩৭.৮ লিটার; ১,০২,৫১০ টাকা। **(২৩) এইচবি২৪৫৫৩৬;** ১৮.০৪.২০২৪; ইঞ্জেকশন ইনসুলিন অ্যাসপার্ট ব্যাপিড অ্যাক্টিং অ্যানালগ ১০০ আইইউ/মিলি, ৩মিলি কার্ট্রিজ, তৎসহ প্রতি ২০টি কার্ট্রিজে অন্তত একটি ফ্রি পেন এবং অন্তত আটটি নিড্‌ল-এর সংস্থান সমেত। প্রোডাক্টটি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত প্রোডাক্টের তালিকায় থাকতে হবে; ৩৮৬০ কার্ট্রিজ; ৫০,৮২০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1251)**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টর -এর নাম (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)	চার্জড/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল নিয়ে গঠিত)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	ক) কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চ **খ) ১. শ্রী শীর্ষেন্দু পাত্র (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী শোভন পাত্র **২. শ্রীমতী রঞ্জিতা পাত্র (জামিনদার)**	প্রথম ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ প্রায় ৬৪৪.১৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা এবং প্রিমিসেস নং জে-২২৪, পাহাড়পুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৪, খতিয়ান নং ১৪৮, আরএস দাগ নং ২৭৪ এবং ২৭৫ (অংশ) এবং , কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১৩৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত ২০১৫ সালের দলিল নং ০০৫৬৭ এআরএ-১, কলকাতার অফিসে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ২৪৩৫ থেকে ২৪৫৬ পর্যন্ত গুলিতে রেকর্ড করা হয়েছে। **সীমানা এলাকা:** উত্তর - ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত পথ, পূর্ব- শ্রী রক্ষিত এর জমি দ্বারা, দক্ষিণ - ৪ ফুট চওড়া পথ, পশ্চিমে - পাহাড়পুর রোড। **স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতার নাম- শ্রী শীর্ষেন্দু পাত্র।**	**ক) ১৮.০৪.২০১৭** **খ) ২১.০৩.২০২৪** **গ) ২৬,১৪,৩০৩.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশো তিন টাকা মাত্র) এবং তার উপর ১৮.০৪.২০১৭ থেকে কার্য্যকর সুদ।
২.	**ক) কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চ খ) শ্রী প্রণব কুমার দেবনাথ, (মেসার্স আরপি এন্টারপ্রাইজ -এর স্বত্বাধিকারীও জামিনদার)** ১৮২, বাঁশদ্রোনি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭০।	গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, আচ্ছাদিত এলাকা ২০০০ বর্গফুট, স্বয়ংসম্পন্ন আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-৪ প্রথম ফ্লোরে (এসবিএ ১০৩০ বর্গফুট) এবং দ্বিতীয় ফ্লোরে বি-১ এবং বি-৪ যার প্রিমিসেস নং ১৮২, বাঁশদ্রোনি রোড, কলকাতা-৭০০০৭০, আরএস খতিয়ান নং ১১৫, দাগ নং ৩৪৪ এবং ৩৪৫ এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১১৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত, ২০০২ এর দলিল নং ১৬১১-এর মাধ্যমে আলিপুরে জেলা সাব রেজিস্ট্রার-১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অফিসে নিবন্ধিত এবং বই নং ৪৫, পৃষ্ঠা ৭২ থেকে ৭৮ তে রেকর্ড করা হয়েছে। **সীমানা এলাকা:** (ডিডে উল্লেখ করা হয়েছে) উত্তর - সিএমজি রোড পূর্ব - প্লট নম্বর১০ এবং এইচএল সরকার রোড দ্বারা, দক্ষিণে- সিএমজি রোড, পশ্চিম - সেচ বিভাগের জমি দ্বারা। **স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতার নাম- প্রণব কুমার দেবনাথ (এখন তার আইনগত উত্তরাধিকারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন)**	**ক) ২৪.০২.২০০৬** **খ) ২১.০৩.২০২৪** **গ) ৩৭,৬৩,১৫৫.০০ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার একশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) এবং তার উপর ২১.০৩.২০২৪ থেকে কার্য্যকর সুদ।

তারিখ: ২১.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মলদ্বীপ ছেড়েছেন ভারতীয় শিক্ষকরাও, বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে মুইজ্জু সরকার

মালে: ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে দেশের একাংশের সামনে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল মলদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুকে। 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারকে সামনে রেখে, ভারত বিরোধী আবেগ তৈরি করে ক্ষমতায় এসেছেন চিনপন্থী মুইজ্জু। এর আগে তাঁর ভারত বিদ্বেষের খেসারত দিতে হয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্রের পর্যটন খাতকে। যা সেইদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আর এখন মুইজ্জুর গোঁয়ার্তুমির খেসারত দিতে বসেছে মলদ্বীপের আগামী প্রজন্ম। শিক্ষকরাই তো তৈরি করেন পরবর্তী প্রজন্মকে। আর মলদ্বীপ এই মুহূর্কে ডুবতে বসেছে চরম শিক্ষা সংকটে। মুইজ্জু সরকার আসার পর থেকে দলে দলে মলদ্বীপ ছাড়ছেন সেখানকার ভারতীয় শিক্ষকরা। বিষয়টি সেই দেশের সংসদেও তুলেছে মলদ্বীপের বিরোধী দল। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে মুইজ্জু সরকার।

দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে সাহায্য করে আসা, ভারতীয় সেনাদের তাড়িয়েছেন। আর এবার মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের উপর মুইজ্জুর এই ঘৃণামূলক প্রচারের প্রভাব ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় শিক্ষক সেই দেশে যান শিশুদের পড়াতে। বলা যেতে পারে ভারতীয় শিক্ষকরাই সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালান। কিন্তু, মুইজ্জু সরকার আসার পর থেকে, তাঁর ভারত বিরোধী প্রচারের কারণে, দলে দলে ভারতীয় শিক্ষকরা মালদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফলে, গভীর শিক্ষা সংকট তৈরি হয়েছে মলদ্বীপে।

সংসদে ভারতীয় শিক্ষকদের মলদ্বীপ ছাড়ার প্রসঙ্গ তুলে মুইজ্জু সরকারের ব্যাখ্যা চেয়েছে সেই দেশের প্রধান বিরোধী দল, মলদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এমডিএম। মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) দ্বীপরাষ্ট্রের সংসদে, এমডিএম সাংসদ মহম্মদ শহিদ প্রশ্ন করেন, 'ইন্ডিয়া আউট প্রচারের কারণে বহু শিক্ষক দেশ ছেড়েছেন। এর ফলে দেশে শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?' স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই প্রশ্নের মুখে সংসদে কোণঠাসা হয়ে পড়ে মুইজ্জু সরকার। আমতা আমতা করে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষকের ঘাতটি আছে বলে মেনে নিলেও, তিনি শিক্ষা সংকটের দাবি মানেননি। এর পিছনে সরকারের কোনও ভূমিকা থাকার কথাও অস্বীকার করেছেন। মলদ্বীপের শিক্ষামন্ত্রী ড. ইসমাইল শফিফু বলেন, 'ভারতীয় শিক্ষকরা অনেক সময়ই মলদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। এতে কয়েক সপ্তাহের জন্য শিশুদের পড়াশোনায় সমস্যা হয়। এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। এর আগেও আমাদের দেশে এমনটা ঘটেছে। গত ৩০ বছরের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারত থেকে এই ছোট্ট দ্বীপে অনেক সময় শিক্ষকরা এসে একমাস থেকে আবার চলে যান। দেশে কোনো ধরনের শিক্ষা সংকট তৈরি হয়নি।'

৬ উইকেটে হার কোহলির বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়ক বদলে গেলেও জিততে সমস্যা হল না চেন্নাই সুপার কিংসের। ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৬ উইকেটে হারাল তারা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির জুতোয় পা গলিয়ে শুরুটা ভাল করলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮ বল হাতে চেন্নাইয়ের নায়ক মুস্তাফিজুর রহমান। ব্যাট হাতে ভাল খেললেন রাচিন রবীন্দ্র, শিবম দুবে ও রবীন্দ্র জাডেজা। আরও এক বার হার দিয়ে আইপিএল শুরু হল বিরাট কোহলিদের।

ইনিংসের শুরুটা ভাল করেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি। প্রথম ওভার থেকেই হাত খোলা শুরু করেন তিনি। প্রথম চার ওভারের সিংহভাগ বল তিনি খেলেন। দীপক চাহারের এক ওভারে চারটি বাউন্ডারি মারেন আরসিবি অধিনায়ক। প্রথম ৪ ওভারেই ৩৭ রান ওঠে। পঞ্চম ওভারে মুস্তাফিজুরের হাতে বল তুলে দেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ। সেই ওভারেই খেলার ছবি বদলে যায়। প্রথমে ভয়ঙ্কর দেখানো ডুপ্লেসিকে ৩৫ রানের মাথায় আউট করেন তিনি। বড় শট মারতে গিয়েছিলেন ডুপ্লেসি। বলের গতির হেরফের হওয়ায় বল বেশি দূর যায়নি। আউটফিল্ডে ভাল ক্যাচ ধরেন রাচিন রবীন্দ্র। সেই ওভারেই শূন্য রানে আউট হন রজত পটীদার।

পরের ওভারে বেঙ্গালুরুকে বড় ধাক্কা দেন চাহার। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে শূন্য রানে ফেরান তিনি। পটীদারের পরে ম্যাক্সওয়েলের ক্যাচও ধরেন ধোনি। কোহলি শুরুতে বেশি বল পাননি। ৩ উইকেট পড়ার পরে কয়েকটি বড় শট খেলেন। রান তোলার গতি বাড়াতে গিয়ে সেই মুস্তাফিজুরের বলেই ফেরেন কোহলি। ছক্কা মারতে গিয়েছিলেন তিনি। বাউন্ডারিতে ক্যাচ ধরেন অজিঙ্ক রাহানে। বাউন্ডারিতে পা লাগার আগে তিনি রবীন্দ্রর দিকে বল ছুড়ে দেন। ২১ রান করেন কোহলি। সেই ওভারে ক্যামেরন গ্রিনকেও আউট করেন মুস্তাফিজুর। বাংলাদেশের পেসারের দাপটে ৭৮ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় আরসিবির।

দেখে মনে হচ্ছিল, বেশি রান করতে পারবে না আরসিবি। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টানলেন তরুণ অনুজ রাওয়াত ও অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক। গত মরসুম ভাল যায়নি কার্তিকের। কিন্তু এ বার প্রথম ম্যাচে ভাল খেললেন তিনি। রাওয়াত গত বার নিয়মিত সুযোগ পাননি। যে কয়েকটি ম্যাচে খেলেছিলেন ভাল ব্যাট করেছিলেন। এ বার প্রথম ম্যাচেই জাত চেনালেন তিনি। পেসারদের বিরুদ্ধে সাবলীল ভাবে বড় শট খেলছিলেন তিনি।

৬০ বলে ৯৫ রানের জুটি বাঁধলেন দুই ব্যাটার। শেষ বলে রাওয়াতকে রান আউট করেন ধোনি। তার আগে অবশ্য দলের রানকে লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান করে আরসিবি। রাওয়াত করেন ৪৮ রান। কার্তিক ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

১৭৪ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল করে চেন্নাইও। ডেভন কনওয়ে না থাকায় রুতুরাজের সঙ্গে ওপেন করতে নামে রবীন্দ্র। প্রথম ম্যাচেই নজর কাড়লেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। দ্রুত রান তুলছিলেন চেন্নাইয়ের দুই ওপেনার। চেন্নাইকে প্রথম ধাক্কা দেন বেঙ্গালুরুর ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার যশ দয়াল। ১৫ রানের মাথায় রুতুরাজকে ফেরান তিনি। রবীন্দ্র বড় শট খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে কর্ণ শর্মার বলে আউট হন তিনি। ১৫ বলে ৩৭ রান করেন রবীন্দ্র।

উইকেট পড়লেও চেন্নাইয়ের রান তোলার গতি কমেনি। রাহানে ও ড্যারিল মিচেল দু'জনেই শুরু থেকে হাত খুলে খেলছিলেন। প্রতি ওভারে বড় শট মারছিলেন তাঁরা। প্রথম ১০ ওভারে ৯২ রান ওঠে। শেষ ১০ ওভারে চেন্নাইয়ের জিততে দরকার ছিল ৮২ রান। খেলার রাশ ধোনিদের দিকেই বেশি ছিল।

লড়াই ছাড়েনি বেঙ্গালুরু। তাদের ম্যাচে ফেরান গ্রিন। প্রথমে ২৭ রানের মাথায় রাহানে ও তার পরে ২২ রানের মাথায় মিচেলকে আউঠ করেন তিনি। চেন্নাইকে জেতানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে রবীন্দ্র জাডেজা ও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামা শিবম দুবের কাঁধে।

শেষ পাঁচ ওভারে চেন্নাইয়ের জিততে দরকার ছিল ৪৬ রান। তাড়াহুড়ো না করে ঠান্ডা মাথায় দলকে জয়ে নিয়ে গেলেন জাডেজা ও শিবম। খারাপ বলে বড় শট মারলেন। নইলে দৌড়ে রান নিলেন। ফিল্ডিংয়েও কিছু ভুল করল আরসিবি। তার খেসারত দিতে হল তাদের। শেষ পর্যন্ত বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে গেল চেন্নাই। শিবম ৩৪ ও জাডেজা ২৫ রানে অপরাজিত থাকলেন।

আজ ইডেনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে একাধিক ওপেনার। তবুও গত বার সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। রহমানুল্লা গুরবাজ, বেঙ্কটেশ আয়ারদের সঙ্গে এ বার জুড়েছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। প্রস্তুতি ম্যাচে যিনি ঝোড়ো ইনিংস খেলে নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। প্রথম একাদশে কি জায়গা হবে সল্টের? এখনও জানেন না তিনি।

শনিবার কলকাতায় মুখোমুখি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএল শুরুর আগেই আর এক ইংরেজ ক্রিকেটার জেসন রয় জানিয়ে দেন যে, তিনি খেলবেন না। তাঁর জায়গায় দলে নেওয়া হয় সল্টকে।

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'কেকেআরে যোগ দিয়ে দারুণ লাগছে। খুব ভাল একটা দল। মেন্টর গৌতম গম্ভীর এবং কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে কী ভাবে খেলতে হবে। মেন্টর হিসাবে গম্ভীর সকলকে নিজেদের ভূমিকা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। ও খুব দায়িত্ববান। কাজ নিয়েই থাকতে পছন্দ করে। দলের সকলের সঙ্গে খুব মজাও করে।'

ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার করলেও এখনই দলের প্রথম একাদশে সল্ট সুযোগ পাবেন কি না তা পরিষ্কার করেননি ধোনিরা। সল্ট বলেন, আমি এখনও জানি না শনিবার খেলার সুযোগ পাব কি না।

কেকেআরের অন্যতম মালিক শাহরুখ খানের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি সল্টের। তবে তাঁর বেশ কিছু সিনেমা দেখে ফেলেছেন ইংরেজ ওপেনার। সল্ট বলেন, আমি শাহরুখের কথা আগেই শুনেছি। ও বিরাট বড় তারকা। আমি বেশ কিছু সিনেমাও দেখেছি শাহরুখের। সিনেমা দেখা ছাড়াও সল্ট গলফ খেলতে পছন্দ করেন। ক্রিকেট থেকে ছুটি পেলে গলফ খেলতে চলে যান তিনি।

এ বারের আইপিএলের পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটা ক্রিকেটারদের বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে করেন সল্ট। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ হচ্ছে আইপিএল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই লিগে খেলা অবশ্যই ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। আমাদের কিছু ম্যাচও রয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেখানেও প্রস্তুতি নেওয়া যাবে।

শনিবার ইডেনে কলকাতা-হায়দরাবাদ খেলা শুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ থেকে।

শ্রীলঙ্কাকে ২৮০ রানে থামিয়ে শেষ ঘণ্টায় ৩ উইকেট নেই বাংলাদেশেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও কামিন্দু মেন্ডিসের ২০২ রানের জুটির পরও শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে অল আউট ২৮০ রানে। ইনিংসের শুরুতেই শ্রীলঙ্কার ইনিংস এলোমেলো করে দেওয়ার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার দ্বিতীয় সেশনে বাংলাদেশের বোলাররা করতে পারেননি। তবে তৃতীয় সেশনে বোলাররা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্রীলঙ্কা ৩০০ রানের আগেই থামিয়ে দিয়েছে। এরপরও সিলেট টেস্টের প্রথম দিনটা বাংলাদেশের নয়। সেটা শেষ ঘণ্টায় ব্যাটিংয়ে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলায়। প্রথম দিন শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ৩২ রানে। আউট হয়ে ফিরেছেন ওপেনার জাকির হাসান, নাজমুল হোসেন ও মুমিনুল হক। উইকেটে আছেন নাইটওয়াচম্যান তাইজুল (০*) ও মাহমুদুল হাসান (৯*)। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে ২৪৮ রানে।

এর আগে ইনিংসের শুরুতে খালেদ আহমেদ ও শরীফুল ইসলামের সৌজন্যে ৫৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে শ্রীলঙ্কা। শুরুর সেই ধসের পর ধনাঞ্জয়া ও মেন্ডিস অষ্টম উইকেটে গড়া সর্বোচ্চ রানের জুটি গড়েন। দিনের দ্বিতীয় সেশনেই শতকের সুবাস পেয়েছেন দুই শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যান ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও কামিন্দু মেন্ডিস।

দুজনই শতকের দেখা পেয়েছেন দিনের তৃতীয় ও শেষ সেশনে। যা খাদের কিনার থেকে লঙ্কানদের টেনে তোলে, স্বপ্ন দেখায় প্রথম ইনিংসে তিন শ ছাড়ানো স্কোরের। কিন্তু অভিষিক্ত নাহিদ রানা তা হতে দেননি। এক স্পেলে ৩ উইকেট নিয়ে লঙ্কান ব্যাটিংয়ে ধস নামান। বাকি কাজটা করেন তাইজুল ইসলাম। শেষ সেশনে এই দুই বোলারের সৌজন্যে শ্রীলঙ্কা ৬৮ ওভারে ২৮০ রানে অলআউট হয়। আর দিনের প্রথম সেশনে ৩ উইকেট নিয়ে লঙ্কানদের শুরুতেই ধাক্কা দেন খালেদ।

দিনের প্রথম সেশনে দাপুটে শুরুর পর তা দ্বিতীয় সেশনে ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ দল। ধনাঞ্জয়া ও মেন্ডিসের প্রতি আক্রমণে খেই হারিয়ে বসেন পেসাররা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ইনিংসের ৫৭তম ওভারে ব্রেক থ্রুর দেখা পায় বাংলাদেশ। নাহিদের বাড়তি বাউন্স মেশানো বলে ব্যাট ছুঁইয়ে উইকেটকিপার লিটন দাসের গ্লাভসে ক্যাচ তোলেন মেন্ডিস। ফেরার আগে ১১ চার ও ২ ছক্কায় ১২৭ বলে ১০২ রান করেছেন, এটি ছিল তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম শতক। মেন্ডিসের বিদায়ে ধনাঞ্জয়ার ২০২ রানের জুটিও ভেঙেছে।

শতক করা ধনাঞ্জয়ার উইকেটও নিয়েছেন নাহিদ। পরের ওভারে নাহিদের আরও একটি বাউন্সারের ফাঁদে পা দেন ধনাঞ্জয়া। পুল করতে গিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে ধরা পড়েন লঙ্কান অধিনায়ক। ১২ চার ও ১ ছক্কায় ১৩১ বলে ১০২ রান করেন তিনি। নাহিদের গতি সামলাতে পারেননি প্রবাত জয়সুরিয়াও। ১১ বলে ১ রান করে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

মাত্র ৬ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে তখন আরও একবার চাপে পড়ে লঙ্কানরা। সেখান থেকে বেশি দূর এগোয়নি লঙ্কান ইনিংস। লাহিরু কুমারা দ্রুত রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়েছেন। এর আগে তাইজুল ইসলাম এসে আউট করেন বিশ্ব ফার্নান্ডোকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ৬৮ ওভারে ২৮০।

(কামিন্দু ১০২, ধনাঞ্জয়া ১০২, করুণারত্নে ১৭, কুশল মেন্ডিস ১৬; খালেদ ৩/৭২, রানা ৩/৮৭, তাইজুল ১/৩১, শরীফুল ১/৫৯)।

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস ১০ ওভারে ৩২/৩।

(মাহমুদুল ৯*, জাকির ৯, মুমিনুল ৫, নাজমুল ৫, তাইজুল ০*; বিশ্ব ২/৯, রাজিতা ১/২০)।

১ম দিন শেষে।

রাজস্থান রয়্যালসে রঞ্জি জয়ের নায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছু দিন আগেই রঞ্জি ট্রফি খেলছিলেন তনুশ কোটিয়ন। মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি জিতেছেন তিনি। তরুণ স্পিনার বড় ভূমিকা নেন দলের জয়ের ক্ষেত্রে। সেই তনুশকে রাজস্থান রয়্যালস দলে নিল। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পার জায়গায় দলে এলেন তনুশ।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বার বার বলেছে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য। একাধিক ক্রিকেটার গ্রাহ্য করেননি সে কথা। কিন্তু রাজস্থান রয়্যালস তাদের বিদেশি স্পিনারের জায়গায় ঘরোয়া ক্রিকেটারকে দলে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আইপিএলে সুযোগ পাওয়ার জন্য রঞ্জিও জরুরি। তনুশ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৬ ম্যাচে ৭৫টি উইকেট নিয়েছেন। ২৩টি টি-টোয়েন্টিতে ২৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ব্যাট হাতেও সাবলীল তনুশ। সেই কারণেই তরুণ স্পিনারকে দলে নিয়েছে রাজস্থান।

বৃহস্পতিবার জাম্পা জানিয়ে দেন তিনি আইপিএল খেলতে পারবেন না। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আইপিএল খেলবেন না। সেই জায়গায় তনুশকে দলে নিল রাজস্থান। এক দিনের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন জাম্পা। তাঁর বদলে দলে নেওয়া তনুশকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে দলে নিয়েছে রাজস্থান।

রাজস্থানের রবিন মিন অসজও খেলতে পারবেন না। গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন তিনি। সেই জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে বিআর শরথকে। কর্নাটকের এই ক্রিকেটার এ বারের রঞ্জি খেলেননি। কিন্তু এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ২৮টি টি-টোয়েন্টিতে ৩২৮ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১১৮.৮৪।

'পিসিবি আগে কোচ ঠিক করে, পরে বিজ্ঞাপন দেয়', বললেন আকিব জাভেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই মাস পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, তার আগে আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এখনো শাহিন আফ্রিদিদের জন্য কোচই নিয়োগ দিতে পারেনি। ম্যাথু হেইডেন, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার থেকে শুরু করে জাস্টিন ল্যাঙ্গার, মাইক হেসনের সঙ্গে পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয়েছে। এমনকি কখনো কোনো জাতীয় দলকে কোচিং না করানো শেন ওয়াটসনকে বড় অঙ্কের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোচ এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি পিসিবি।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এই কোচ খোঁজাখুঁজির প্রক্রিয়ায় বিরক্ত আকিব জাভেদ। পাকিস্তানের এই সাবেক ফাস্ট বোলার ও বোলিং কোচ মনে করেন, পিসিবি যোগ্যতা অনুসারে কোচ খোঁজে না। একজনকে খুঁজে নিয়ে সে অনুসারে যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এ বিষয়ে পিসিবির পেশাদারত্বের ঘাটতি দেখেন তিনি।

১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য আকিব পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের বোলিং কোচ ছিলেন। প্রধান কোচ ছিলেন ২০০৪ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া পাকিস্তান দলের। মাসখানেক ধরে পিসিবি যখন নতুন প্রধান কোচ খুঁজছে, এর মধ্যেই গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কার বোলিং কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আকিব। পিসিবির নতুন চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিদেশি কাউকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দিতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল ওয়াটসন। পিএসএলে কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসকে কোচিং করাতে যাওয়া এই অস্ট্রেলীয়কে বছরে ২০ লাখ মার্কিন ডলার বেতনও দিতে রাজি ছিল পিসিবি। কিন্তু ওয়াটসন শেষ পর্যন্ত রাজি হননি।

কোচ হিসেবে আইপিএলে সহকারি কোচ আর পিএসএলে প্রধান কোচ ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক দল সামলানোর অভিজ্ঞতা নেই ওয়াটসনের। তবু তাঁর জন্য পিসিবির রেকর্ড অঙ্কের বেতনে রাজি হয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আকিব এ বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে ক্রিকেটপাকিস্তানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিসিবির দীর্ঘদিনের কোচ খোঁজার পদ্ধতি নিয়ে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, 'আমি ঈর্ষাকাতর হয়ে বলছি না, মন থেকেই বলছি। আপনি যদি গত ১০-১২ বছরের দিকে তাকান, মিকি আর্থার ছাড়া আর কোনো পেশাদার কোচই নিয়োগ দেয়নি পিসিবি। সারা বিশ্বে যখন কোচ নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তখন প্রধান মানদণ্ড থাকে কোচিংয়ে লেভেল থ্রি প্লাস যোগ্যতা। এর সঙ্গে চার-পাঁচ বছর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিজ্ঞতা।'

কিন্তু পিসিবির কোচ খোঁজার পদ্ধতি ভিন্ন উল্লেখ করে আকিবের মন্তব্য, 'পিসিবি আগে ব্যক্তি খুঁজে বের করে। এরপর ওই ব্যক্তি অনুসারে কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করে। যখন আপনি বিজ্ঞাপন ঠিকঠাক রাখবেন না, তখন যেকেউই আবেদন করতে পারে। তাহলে কোচ পদে আবেদনের মানদণ্ডটা আসলে কী?'

বিশ্বকাপের পর মিকি আর্থার ও গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্নকে সরিয়ে মহম্মদ হাফিজকে ক্রিকেট ডিরেক্টর কাম প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত মাসে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কী যোগ্যতার ভিত্তিতে কোচ নিয়োগ দেওয়া হবে, পিসিবির আগে এটা ঠিক করা দরকার বলে পরামর্শ দিয়েছেন আকিব, 'আমি সব সময়ই বলে এসেছি, আগে মানদণ্ড তৈরি করুন, এরপর সেটা অনুসারে কোচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন। কোনো যোগ্যতা ছাড়া, অভিজ্ঞতা ছাড়া, যে এক দিনও কোচিং করায়নি, এমন একজনকে আপনি প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দিচ্ছেন। আমি সমালোচনা করছি না। বলতে চাচ্ছি, কাজটা আপনাদের পেশাদারত্বের সঙ্গে করা উচিত।'

৯ বছরের দণ্ড ভোগ করতে আটক রবিনিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক খেলোয়াড় রবিনিও গতকাল ব্রাজিলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ২০১৩ সালে ইতালিতে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে রবিনিওকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেন ইতালির আদালত। রায়ের আগে রবিনিও ইতালি ছেড়ে যাওয়ায় ব্রাজিল সরকারকে শাস্তি কার্যকরের আহ্বান জানায় ইতালির সর্বোচ্চ আদালত। পরশু ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ার আদালত রায় দেন, রবিনিওকে অবিলম্বে ব্রাজিলেই সাজা খাটতে হবে। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।সাজাটা যেন এখনই না খাটতে হয় সেই চেষ্টা করেছেন রবিনিও। কিন্তু ৪০ বছর বয়সী সাবেক এই ফরোয়ার্ডের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক লুইস ফিউক্স। তিনি রায়ে বলেন, 'শাস্তি বহাল আছে...তাই সে (রবিনিও) এই কারাভোগ শুরু করতে পারে।'

সান্তোসের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল শহরের ফেডারেল পুলিশ গতকাল স্থানীয় সময় রাতে বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'রবসন ডি সউজার (রবিনিও) বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে। আসামির শারীরিক পরীক্ষা করা হবে (মেডিকেল লিগ্যাল ইনস্টিটিউটে) এবং শুনানিও হবে। এরপর তাকে সংশোধনাগারে পাঠাতে হবে।'

ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে খেলার সময় ২০১৩ সালে মিলানের এক নৈশ ক্লাবে আলবেনিয়ান এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে রবিনিওর বিরুদ্ধে। সেই নারী নিজের ২৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে ওই নৈশ ক্লাবে গিয়েছিলেন। এ নিয়ে ইতালিতে মামলা এবং ২০১৭ সালে রায় হওয়ার পর ২০২০ সালে আপিলে হেরে যান রবিনিও। ইতালির সর্বোচ্চ আদালত ২০২২ সালে রবিনিওর শাস্তি বহাল রাখার পর তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ইতালিয়ান কৌঁসুলিরা।

বিদেশে অপরাধ সংঘটনের পর ব্রাজিলের কোনো নাগরিক তাঁর দেশে ফিরলে বিদেশের বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করে না দেশটির সরকার। তাই ইতালির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, রবিনিওর শাস্তি যেন ব্রাজিলেই কার্যকর করা হয়। আর সেটারই চূড়ান্ত রায় হিসেবে গত বুধবার ইতালির সর্বোচ্চ আদালতের দাবির সঙ্গে একমত হয় ব্রাসিলিয়ার আদালত। অর্থাৎ, রবিনিওকে ব্রাজিলেই ৯ বছর সাজা খাটতে হবে। ৯-২ ভোটে এ বিষয়ে একমত হয় ব্রাসিলিয়ার আদালত। গতকাল আদালতের সভাপতি মারিয়া থেরেজা ডি আসিস মউরা কাগজপত্রে সই করার পর রবিনিওর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। রবিনিওর আইনজীবী ব্রাসিলিয়ার আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'হেবিয়াস কর্পাস' রায় পেতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন যেন তাঁর মক্কেল মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

রবিনিও শুরু থেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এসেছেন। ব্রাজিলের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক 'রেকর্ড'-এ গত রোববার প্রচারিত সাক্ষাৎকারে রবিনিও দাবি করেন, ওই নারীর সঙ্গে সবকিছু পারস্পরিক সম্মতিতেই হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি ইতালির বিচারিক ব্যবস্থাকে 'বর্ণবাদী' আখ্যা দিয়েছেন।

ব্রাজিলের হয়ে ১০০ ম্যাচে ২৮ গোল করেছেন রবিনিও। অমিত প্রতিভার জন্য এক সময় তাঁকে 'পরবর্তী পেলে' হিসেবেও দেখেছেন কেউ কেউ। রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি ও এসি মিলানের মতো ক্লাবে খেললেও নিজের নামের সুবিচার করতে পারেননি রবিনিও। রিয়াল ও সিটির হয়ে লিগ জিতেছেন যদিও। ২০২০ সালে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরলেও তাঁকে মাঠেই নামতে দেওয়া হয়নি। ধর্ষণের অভিযোগ থাকায় ফুটবলের সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক ও সংবাদমাধ্যমের চাপে সান্তোস তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**